ধাতু

ইউনিট ১০

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- ধাতুর সংজ্ঞা এবং ক্রিয়াপদ দেখে সহজে ধাতু চিনতে পারার উপায় বর্ণনা করতে পারবেন।
- ধাতু কত প্রকার ও কি কি তা লিখতে পারবেন।
- উদাহরণসহ সংস্কৃত মূলধাতু ও খাঁটি বাংলা মূলধাতুর পার্থক্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

যে কোন ভাষায় অসংখ্য ক্রিয়াপদের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। বাংলা ভাষায় বহু ক্রিয়াপদ রয়েছে। সংস্কৃত ব্যাকরণবিদের মতে, সংস্কৃত ভাষায় প্রায় দুই হাজার ধাতু আছে। তবে প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে সাত শতের বেশি ধাতুর ব্যবহার দেখা যায় না, বাংলা ভাষায় সিদ্ধ সাধিত সকল প্রকার ধাতুর সংখ্যা দেড় হাজারের কিছু বেশি। এর মধ্যে কিছু ধাতু লোপ পেয়েছে অথবা অপ্রচলিত হয়ে গেছে।

বাংলাভাষায় যে সকল ক্রিয়াপদ রয়েছে তার মূল অংশকে বলা হয় ধাতু বা ক্রিয়ামূল। অন্যভাবে বলা যায়, ক্রিয়াপদকে বিশ্লেষণ করলে দুটো অংশ পাওয়া যায় ঃ (১) ধাতু বা ক্রিয়ামূল এবং (২) ক্রিয়াবিভক্তি ক্রিয়াপদ থেকে ক্রিয়াবিভক্তি বাদ দিলে যা থাকে তাই ধাতু। যেমন 'পড়ে' একটি ক্রিয়াপদ। এতে দুটো অংশ রয়েছে ঃ পড়+এ, এখানে 'পড়' ধাতু 'এ' বিভক্তি। সুতরাং 'পড়ে ক্রিয়ার মূল বা ধাতু হলো 'পড়' আর ক্রিয়া বিভক্তি হলো 'এ'। অর্থাৎ 'পড়' ধাতু বা ক্রিয়ামূলের সঙ্গে এ বিভক্তি যুক্ত হয়ে 'পড়ে' ক্রিয়াপদটি গঠিত হয়েছে। এক কথায় বলা যায় ঃ

ক্রিয়ার সব থেকে ছোট অংশ, যেখানে ক্রিয়ার কাজের ইঙ্গিত থাকে, এবং যাকে আর বিশ্লেষণ করা যায় না, তাকে বলা হয় ধাতু বা ধাতু প্রকৃতি।

ধাতু বা ক্রিয়ামূল চিনতে পারার অন্যতম উপায় হলো বর্তমানকালের অনুজ্ঞা তুচ্ছার্থক মধ্যম পুরুষের ক্রিয়ার রূপ আর ধাতুরূপ এক। যেমন- (তুই) ক, যা, যা পড়, ডাক, দেখ, লেখ ইত্যাদি। এগুলো ধাতু ও আবার মধ্যম পুরুষের তুচ্ছার্থক বর্তমান কালের অনুজ্ঞার ক্রিয়াপদ।

ধাতু তিন প্রকার ঃ

১. মৌলিক ধাতু, ২. সাধিত ধাতু, ৩. যৌগিক বা সংযোগমূলক ধাতু।

মৌলিক ধাতু

যে সব ধাতুর বিশ্লেষণ সম্ভব নয়, রূপ গঠনের দিক দিয়ে ন্যূনতম একক সেগুলো মৌলিক ধাতু। এগুলোকে সিদ্ধ বা স্বয়ংসিদ্ধ ধাতু বলা হয়। যেমন চল, পড়. কর, শো, হ, খা ইত্যাদি। বাংলা ভাষায় মৌলিক ধাতুগুলোকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। সংস্কৃত মূলধাতু, খাঁটি বাংলা ধাতু, বিদেশীধাতু।

সংস্কৃত মূল ধাতু

ক. সংস্কৃত মূল ধাতু ঃ বাংলা ভাষায় যেসব তৎসম ক্রিয়াপদের ধাতু প্রচলিত রয়েছে তাদের সংস্কৃত মূল ধাতু বলে। সংস্কৃত মূল ধাতুর সঙ্গে প্রত্যয়যোগে ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য বা বিশেষণ পদ ও গঠিত হয়। যেমন কৃ ধাতু থেকে করা, কর ইত্যাদি ক্রিয়া এবং কর্তা, কৃত, কর্তব্য, করণীয়, কর্তৃত্ব ইত্যাদি পদ গঠিত হয়।

গম ধাতু থেকে গমন করা ক্রিয়া এবং গত, গতি, গম গন্তব্য ইত্যাদি পদ সৃষ্টি হয়ে থাকে।

দা ধাতু থেকে দান করা ক্রিয়া এবং দান, দাতা, দাতব্য ইত্যাদি পদ সৃষ্টি হয়ে থাকে।

ভূ ধাতু থেকে জাত শব্দ ভূতি, অনুভূতি, বিভূতি, ভার, ভব, উদ্ভাবন, ভূত ভবিষ্যৎ ইত্যাদি।

খাঁটি বাংলা ধাতু

খাঁটি বাংলা ধাতু ঃ যে ক্রিয়াপদগুলো সংস্কৃত থেকে সরাসরি আসেনি সেগুলো খাঁটি বাংলা ধাতু হিসেবে পরিচিত। প্রাকৃত ও অপভ্রংশের মাধ্যমে কখনো বা স্বতন্ত্রভাবে যে সকল ধাতু আমাদের ভাষায় এসে গেছে সেসব ধাতুকেই খাঁটি বাংলা ধাতু বলা হয়।

এদের উপর ভিত্তি করেই বাংলা ক্রিয়াপদ, কৃদন্ত বিশেষ্য এবং কৃদন্ত বিশেষন গঠিত হয়ে থাকে। যেমন– কাট্, কাঁদ, জান, নাচ্ ধাতু থেকে যথাক্রমে কাটা, কাঁদা, জামা, নাচা সাধিত পদ গঠিত হয়ে থাকে।

নিম্নে সংস্কৃত ধাতু এবং তদর্থবাচক খাঁটি বাংলা ধাতুর মিল দেখিয়ে কয়েকটি সাধিত শব্দ বা পদ গঠন করে দেখান হলো।

সংস্কৃত ধাতু	সাধিত পদ	বাংলা ধাতু	সাধিত পদ
অঙ্ক	অঙ্কন, অঙ্কিত	আঁক্	আঁকা
কথি	কথ্য, কথিত	কহ্	কওয়া, কহন
কৃৎ	কর্তন কর্তিত	কাট্	কাটা
কৃ	কৃত, কর্তব্য	কর্	করা, করে
ক্রন্দ	ক্রন্দন	কাঁদ্	কাঁদা, কাঁদুন
ক্রী	ক্রয়, ক্রীত	কেন্	কেনা, কেনাকাটা
খাদ	খাদ্য, খাদক	খা	খাওয়া, খাওন
গট্	গঠিত	গড়	গড়া, গড়ন
ঘৃষ	ঘৃষ্ট, ঘর্ষণ	ঘষ্	ঘষা
চব্	চর্বন, চর্বিত	চিব্	চিবানো
ছিদ্	ছিন্ন, ছেদ	ছিঁড়	ছেঁড়া
দল্	দলন, দলিত	দল্,ডল্	দলা, ডলা
দৃশ্	দৃশ্য, দর্শন	দেখ,	দেখা, দেখন
ধৃ	ধৃত, ধারণ	ধর্	ধরা, ধরন
পট্	পঠন, পাঠ্য, পঠিত	পড়	পড়া, পড়ন
বন্ধ	বন্ধন	বাঁধ	বাঁধন, বাধা
বুধ	বুদ্ধ, বোধ	বুঝ্	বুঝা
রক্ষ	রক্ষণ, রক্ষিত, রক্ষী	রাখ্	রাখা

শ্রু	শ্রবণ, শ্রুত	শুন্	শুনা, শোনা
স্থা	স্থান, স্থানীয়	থাক্	থাকা, থামা
হস্	হাসা, হাসত	হাস্	হাসা, হাসি
হৃ	হরণ হৃত	হর্	হার

বিদেশী ধাতু

বিদেশী ধাতু

প্রধানত হিন্দি এবং আরবি ফারসি ভাষা থেকে যেসব ধাতু বা ক্রিয়ামূল বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হয়ে আসছে সেগুলোকে বিদেশী ধাতু বলা হয়। এছাড়াও কতগুলো ক্রিয়ামূল রয়েছে যার মূল ভাষা নির্ণয় করা কঠিন। এ ধরনের ক্রিয়ামূলকে বলা হয়, অজ্ঞাত মূল ধাতু। যেমন– ভিক্ষে মেগে খায়। এই বাক্যের 'মাগ' ধাতু হিন্দি 'মাঙ্' থেকে আগত। কিন্তু 'হের ঐ ধনীর দুয়ারে দাঁড়ায়ে কাঙালিনী মেয়ে' – এই বাক্যে হের ধাতুটি কোন্ ভাষা থেকে এসেছে তা জানা যায় না। এ জাতীয় ধাতুকে বলা হয় অজ্ঞাতমূল ধাতু।

নিম্নে কয়েকটি বিদেশী ধাতুর উদাহরণ দেয়া গেল

ধাতু	ব্যবহৃত অর্থ
আঁট	শক্ত করে বাঁধা
ঘাট	মেহনত করা
চেঁচ	চিৎকার করা
জম্	ঘনীভূত হওয়া
ঝুল	দোলা
টান	আকর্ষণ

ধাতু	ব্যবহৃত অর্থ
ফির	পুনরাগমন, পুনরাবৃত্তি
চাহ	প্রার্থনা করা
বিগড়	নষ্ট হওয়া
ভিজা	সিক্ত হওয়া
ঠেল	ঠেলা
ডাক	আহবান করা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

শন্যস্থান পূরণ করুন

১. ধাতু কত প্রকার?

ক) পাঁচ প্রকার ☐ খ) তিন প্রকার ☐

গ) দুই প্রকার ☐ ঘ) চার প্রকার ☐

২. বাংলা ভাষায় যে সকল ক্রিয়াপদ রয়েছে, তার মূল অংশকে বলা হয়।

ক) ক্রিয়া বিভক্তি ☐ খ) প্রত্যয় ☐

গ) ধাতু বা ক্রিয়ামূল ☐ ঘ) ক্রিয়াপদ ☐

৩. বাংলা ভাষায় যেসব তৎসম ক্রিয়াপদের ধাতু প্রচলিত রয়েছে তাদের বলা হয়-

ক) খাঁটি বাংলা ধাতু ☐ খ) নাম ধাতু ☐

গ) সাধিত ধাতু ☐ ঘ) সংস্কৃত মূল ধাতু ☐

৪. প্রাকৃত ও অপভ্রংশের মাধ্যমে যে সকল ধাতু বাংলা ভাষায় এসেছে, তাদের বলা হয়

ক) বিদেশী ধাতু ☐ খ) সংস্কৃত মূল ধাতু ☐

গ) খাঁটি বাংলা ধাতু ☐ ঘ) যৌগিক ধাতু ☐

৫. সংস্কৃত মূলধাতু, খাঁটি বাংলা ধাতু ও বিদেশী ধাতু নির্ণয় করুন ঃ

অঙ্ক, আঁক, কথি, কহ, ক্রী, কেন, ঘৃষ, ঘষ, পট, পড়, বুধ, বুঝ, আট্, চাহ স্থা, রাখ্, ফির, হাস্, রক্ষ, শুন্।

উত্তর

১. খ ২. গ ৩. ঘ ৪. গ

৫. সংস্কৃত মূলধাতু ঃ অঙ্ক, কথি, ক্রী, ঘৃষ, পঠ, বুধ, স্থান, রক্ষ

খাটি বাংলা ধাতু ঃ আঁক, কহ, কেন, ঘষ, পড় বুঝ, রাখ, হাস, শুন

বিদেশী ধাতু ঃ আঁট, চাহ, ফির।

পাঠ ২

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- সাধিত ধাতু ও সংযোগমূলক ধাতুর পার্থক্য নির্ণয় করতে পারবেন।
- উদাহরণসহ নাম ধাতু ও প্রয়োজক ধাতুর সংজ্ঞা দিতে পারবেন।
- বিভিন্ন ধাতু যোগে ক্রিয়াপদ গঠন করতে পারবেন।

সাধিত ধাতু

মৌলিক ধাতু অথবা কোনো কোনো নাম শব্দের সঙ্গে 'আ' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে যে ধাতু গঠিত হয়, তাকে সাধিত ধাতু বলে। সাধিত ধাতুর সঙ্গে কাল ও পুরুষসূচক বিভক্তিযুক্ত হলে ক্রিয়াপদ গঠিত হয়। যেমন- মা শিশুকে চাঁদ দেখায়। (এখানে দেখ+আ+বর্তমান কালের সাধারণ নাম পুরুষের ক্রিয়া বিভক্তি 'য়' = দেখায়) অনুরূপ শোনায় বসা, হাসায় ইত্যাদি গঠনরীতি ও অর্থের দিকে থেকে সাধিত ধাতুকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়ে থাকে। যেমন - নামধাতু, প্রযোজক বা নিজস্ব ধাতু এবং সবাচ্যের ধাতু।

ক) নাম ধাতু

ক. নাম ধাতু ঃ বিশেষ্য, বিশেষণ এবং অনুকার অব্যয়ের পরে 'আ' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে যে নতুন ধাতু গঠিত হয়, তাকেই নাম ধাতু বলে। যেমন সে ঘুমাচ্ছে। 'ঘুম' বিশেষ্যের সঙ্গে 'আ' যোগ করে গঠিত হয় 'ঘুম' এর সঙ্গে ক্রিয়া বিভক্তি যুক্ত হয়ে ক্রিয়াপদ গঠিত হয়েছে- 'ঘুমাচ্ছে' (স্বর সংগতির কারণে হয় ঘুমুচ্ছে)। এরকম– পাকা আম, ঝিলমিলিয়ে, ধমকানো, বেতানো, ঠকানো, ঝলসানো, মুচড়ানো, উত্তরিলা, নীরবিলা ইত্যাদি।

খ) প্রযোজক ধাতু

খ. প্রযোজক ধাতু ঃ মৌলিক ধাতুর পরে প্রেরণার্থ (অপরকে নিয়োজিত করা অর্থে) 'আ' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে প্রযোজক বা নিজস্ব ধাতু গঠিত হয়। যেমন কর+আ = করা(এখানে করা একটি ধাতু) দেখ+আ ইত্যাদি। যেমন– সে নিজে করে না আর একজনকে দিয়ে করায়। হাসিয়ে রেখো না।

গ) কর্মবাচ্যের ধাতু

গ) কর্মবাচ্যের ধাতু ঃ মৌলিক ধাতুর সঙ্গে 'আ' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে কর্মবাচ্যের ধাতু সাধিত হয়। এটি বাক্য মধ্যস্থ কর্মপদের অনুসারী ক্রিয়ার ধাতু। যেমন কাজটি ভাল **দেখায়** না। 'যা কিছু **হারায়** গিন্নী বলেন, কেষ্টা বেটাই চোর'। বরং বলা যায়, কর্মবাচ্যের ধাতু বলে আলাদা নামকরণের প্রয়োজন নেই। কারণ এটি প্রযোজক ধাতুরই অন্তর্গত। যেমন 'দেখায়' এবং হারায় প্রযোজক ধাতু।

সংযোগমূলক ধাতু

সংযোগমূলক ধাতু ঃ বিশেষ্য, বিশেষণ বা ধ্বন্যাত্মক অব্যয়ের সঙ্গে কর, দে, পা, খা, ছাড় ইত্যাদি মৌলিক ধাতু যুক্ত হয়ে যে নতুন ধাতু গঠিত হয় তাকে সংযোগমূলক ধাতু বলা হয়। যেমন যোগ (বিশেষ্য পদ) +কর (ধাতু) = 'যোগ' কর সংযোগমূলক ধাতু।

বাক্য– তিনের সঙ্গে পাঁচ যোগ কর।

সাবধান (বিশেষ্য)+হ(ধাতু) = সাবধান ২ (সংযোগমূলক ধাতু)

বাক্য এখনি সাবধান হও, নতুবা আখের খারাপ হবে।

সংযোগমূলক ধাতুজাত ক্রিয়া সকর্মক ও অকর্মক দুই-ই হতে পারে। নিম্নে সংযোগমূলক ধাতু যোগে গঠিত কয়েকটি ক্রিয়াপদের উদাহরণ দেয়া গেল।

১. কর- ধাতু যোগের ঃ

ক. বিশেষ্যের সঙ্গে ঃ ভয় কর্, লজ্জাকর্, গুণকর্।
খ. বিশেষণের সঙ্গে ঃ ভাল কর্, মন্দ কর্, সুখী কর্।
গ. ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যের সঙ্গে ঃ ক্রয় কর, দান কর, দর্শন কর, রান্নাকর,।
ঘ. ক্রিয়াজাত (কৃদন্ত) বিশেষণের সঙ্গে ঃ সঞ্চিত কর্, স্থগিত কর্।
ঙ. ক্রিয়া বিশেষণের সঙ্গে ঃ জলদি কর, তাড়াতাড়ি কর, একত্র কর।
চ. অব্যয়ের সঙ্গে ঃ না কর্, হাঁ কর, হায় হায় কর, ছি ছি কর্।
ছ. ধ্বন্যাত্মক অব্যয়ের সঙ্গে ঃ সঙ্গে, খাঁ খাঁ কর্, বনবন কর, টন টন কর্।
জ. ধন্যাত্মক শব্দসহ ক্রিয়া বিশেষণ গঠনে ঃ চট করে, ধা করে, হন হন করে।

২. হ-ধাতু যোগে ঃ বড় হ, ছোট হ, ভাল হ, রাজি হ, সুখী হ।
৩. দে-ধাতু যোগে ঃ উত্তর দে, চাকা দে, দাগ দে, জবাব দে, কান দে, দৃষ্টি দে
৪. পা-ধাতু যোগে ঃ কান্না পা, ভয় পা, দুঃখ পা, লজ্জা পা, ব্যথা পা, টের পা, যন্ত্রনা পা।
৫. খা-ধাতু যোগে ঃ মার খা, হিমসিম খা, সেঁক, সুদখা, ঘুষ খা।
৬. কাট ধাতু যোগে ঃ সাঁতার কাট, ভেংচি কাট্, জিভ কাট্।
৭. ছাড় ধাতু যোগে ঃ গলা ছাড়, ডাক ছাড়, হাল ছাড়।
৮. ধর-ধাতু যোগে ঃ গলা ধরা, ঘুণে ধরা, পচা ধরা, মাথা ধরা, গোঁ-ধরা।
৯. যা-ধাতু যোগে ঃ অস্ত যা, বাড়ি যা।
১০. বাস ধাতু যোগে ঃ ভাল বাস্, মন্দবাস, সুখ বাস্।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১. মৌলিক ধাতু বা কোনো কোনো নাম শব্দের সঙ্গে 'আ' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে যে ধাতু গঠিত হয়, তাকে বলে–

ক) সংযোগমূলক ধাতু ☐ খ) নাম ধাতু ☐

গ) প্রযোজক ধাতু ☐ ঘ) সাধিত ধাতু ☐

২. বিশেষ্য, বিশেষণ এবং অনুকার অব্যয়ের পার 'আ' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে যে নতুন দাতু গঠিত হয় তাকে বলে

ক) নিজন্ত ধাতু ☐ খ) মৌলিক ধাতু ☐

গ) নাম ধাতু ☐ ঘ) সাধিত ধাতু ☐

৩. উদাহরণসহ প্রযোজক ধাতুর সংজ্ঞা দিন

৪. 'কর্মবাচ্যের ধাতু বলে আলাদা নামকরণের প্রযোজন নেই- কেন? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর

১. ঘ ২. গ

শব্দের ব্যবহার

ইউনিট ১১

ইউনিটের উদ্দেশ্য

- একই শব্দের বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগের দক্ষতা অর্জন করতে পারবেন।
- সমোচ্চারিত শব্দের অর্থপার্থক্য নির্দেশ করতে পারবেন।
- প্রতিশব্দের ব্যবহার করতে পারবেন।
- বিশেষ্য থেকে বিশেষণপদে রূপান্তর করতে পারবেন।
- বাক্য সঙ্কোচন করতে শিখবেন।
- বাগধারা ব্যবহার করতে পারবেন।

পাঠ ১ ঃ একই শব্দের বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- একই শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করতে পারবেন।

ভূমিকা

শব্দ ভাষার মৌখিক উপাদান। শব্দের সাফল্যজনক ব্যবহার শিখতে হলে শব্দের বিভিন্নমুখী প্রয়োগ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে হয়। নিজের উদাহরণগুলিতে একই শব্দের বিভিন্নমুখী ব্যবহার লক্ষ্য করবেন।

চোখ

১. দৃষ্টি – তার চোখ কবেই শেষ হয়ে গেছে।
২. সতর্ক – ছেলেটাকে চোখে চোখে রাখ।
৩. রোগ – চোখ ওঠা রোগে দেশ চেয়ে গেল।
৪. ভয় দেখান – তোমার চোখ রাঙানিকে আমি ভয় পাইনা।
৫. শত্রু – ছেলেটি সৎমায়ের চোখের বালি উঠতে বসতে গালি দেয়।
৬. লজ্জা – তোমার চোখের পর্দা বলে কিছু নেই – তাই এ কথা আমাকে বলতে পারলে।

গা

১. আচ্ছাপন করা – পুলিশের ভয়ে সে গা ঢাকা দিয়েছে।
২. উদ্যম – একটু গা তোল, না হলে ভয়ানক ক্ষতি হয়ে যাবে যে।
৩. মন লাগান – কাজে গা লাগাও, না হলে সময়মত শেষ হবে না।
৪. ভয় পাওয়া – ভর সন্ধ্যে বেলা, ভূতের ভয়ে গা কাঁটা দিয়ে উঠেছে।
৫. নিশ্চিন্ত হওয়া – পরীক্ষা শেষ তো তাই গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়াচ্ছে।
৬. অল্প জ্বর – তোমার গা গরম হয়ে উঠেছে দেখছি।

কথা

১. প্রসঙ্গ – কথায় কথায় ফারুকের প্রসঙ্গ এসে গেল।
২. উপদেশ – বুড়োর কথা শোন ভবিষ্যতে ভাল হবে।
৩. অঙ্গীকার – সে কথা দিয়েছে এক মাসের মধ্যেই পাওনা টাকা ফেরত দেবে।
৪. বক্তব্য – তোমার কথা ঠিক বোধগম্য হচ্ছে না।
৫. উপাখ্যান – মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
৬. অসদ্ভাব – দুভায়ের মধ্যে কথা নেই আজ এক বছর।

কান

১. বিশ্বাস নষ্ট করা – আমার বিরুদ্ধে বলে বলে বড় সাহেবের কান ভারি করেছো তোমরা।
২. গ্রাহ্য করা – বাজে ছেলেদের কথায় মোটেই কান দিও না।
৩. অঙ্গ – আমরা কান দিয়ে শুনি।
৪. বিরক্তি – একের পর এক তোমাদের অভিযোগ শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে গেল।
৫. প্রকাশ – বিষয়টা যেন পাঁচ কান না হয়।
৬. আমাদের বড় সাহেব কান পাতলা লোক – যে যা বলে তাই বিশ্বাস করে।

পাকা

১. পক্ব – পাকা আম খুব সুস্বাদু।
২. চূড়ান্ত – মেয়ের বিয়ের পাকা কথা হয়ে গেছে।
৩. দক্ষ – এ তো পাকা হাতের লেখা, দেখেই বোঝা যায়।
৪. খাঁটি – পাকা সোনা দিয়ে এ গয়না তৈরি করা হয়েছে।
৫. স্থায়ী – এ কাপড়ের রং পাকা।
৬. বাঁধানো – পাকা রাস্তায় চলতে আরাম।

অঙ্ক

১. গণিত – ছেলেটি অঙ্কে কাঁচা।
২. ক্রোড় – বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে।
৩. নাটকের বিভাগ – এ নাটকে পাঁচটি অঙ্ক আছে।
৪. সংখ্যা – ঝড়ে মৃতের অঙ্ক এক শত ছাড়িয়ে গেছে।

কাঁচা

১. অদক্ষ – ছেলেটি অঙ্কে কাঁচা।
২. নির্বোধ – সে এত কাঁচা লোক নয় যে তোমরা যা বোঝাবে সে তাই বুঝবে।
৩. অপরিণত – কাঁচা বয়স তো, তাই এরকম একটা ভুল করে ফেলেছে।
৪. অপক্ব – গাছের কাঁচা আমগুলো পাড়লে কেন?
৫. পোড়া নয় – কাঁচা ইটের তৈরি ঘর সামনের বর্ষাতেই হয়তো ভেঙে পড়বে।

৬. ছোট ছেলেমেয়ে – কচি-কাঁচাদের বাড়ন্ত শরীর ওদের একটু ভাল খাবার তো দিতেই হবে।

হাত

১. অঙ্গ বিশেষ – কাজ করার জন্য আমাদের দুটি হাত আছে।
২. দক্ষতা – দীর্ঘদিন একই কাজ করে তার হাত পেকেছে।
৩. দ্রুত কাজ করা – হাত চালিয়ে কাজ কর।
৪. বশে আনা – লোকটাকে হাত কর, নইলে বিপদ বাধাবে।
৫. ত্যাগ – কাজটা হাতছাড়া করিও না, পরে পস্তাবে।
৬. পকেট খরচ – ছেলেটাকে প্রতিদিন কিছু টাকা হাত খরচ দিও?
৭. ভিক্ষা করা – পরের কাছে প্রতিদিন হাত পাততে তোমার লজ্জা করে না।
৮. চুরি – চাকরটার হাতটানের অভ্যাস আছে।

মুখ

১. সম্মান/সুনাম – ছেলেটি পরীক্ষায় ভাল রেজল্ট করে সকলের মুখ উজ্জ্বল করেছে।
২. ভাষা – লেখাপড়া শিখলেও লোকটির মুখ খুব খারাপ।
৩. কথা – এ ব্যাপারে সে মুখ খুলবে না।
৪. লজ্জিত – মুখচোরা হয়ে থাকলে এ সংসারে সব জায়গাতেই ঠকতে হবে।
৫. দিক – এই ভরসন্ধ্যায় হন হন করে কোন মুখে চললে?
৬. প্রসন্ন – খোদা, তুমি আমার দিকে মুখ তুলে চাও।

মাথা

১. দিব্যি দেওয়া – মাথা খাও, খাবারগুলো খেতে যেন ভুলো না।
২. বুদ্ধি – ছেলেটির অঙ্কে মাথা আছে।
৩. নষ্ট করা – আদর দিয়ে ছেলেটির মাথা খেয়েছ, দেখছি।
৪. ঝোঁক – রাগের মাথায় কি যা তা বলে চলেছ।
৫. মিলন – চৌরাস্তার মাথায় লোকটি বসে আছে।
৬. ক্রোধ – মাথা গরম করো না ঠান্ডা মাথায় বুঝবার চেষ্টা করো।
৭. কঠোর পরিশ্রম – মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তবেই এ সম্পদ অর্জন করতে পেরেছি।
৮. প্রধান – নবীনই এ গ্রামের মাথা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নিচের শব্দগুলো দিয়ে আপনার খাতায় ৫টি করে ভিন্নার্থক বাক্য রচনা করুন।

মাথা, কাঁচা, হাত, কান, মুখ।

পাঠ ২

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- প্রায় সমোচ্চারিত শব্দের ভিন্নার্থক প্রয়োগে দক্ষতা অর্জন করবেন।

ভূমিকা

প্রায়ই একই রকম উচ্চারণ হলেও শব্দগুলির বানান ও অর্থ আলাদা। শিক্ষার্থীদের এগুলো ভালভাবে জেনে নেওয়া দরকার।

সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দ

অংশ – ভাগ	অংস – স্কন্ধ, কাঁধ	অনু – পশ্চাৎ	অণু – বস্তুর ক্ষুদ্রতম অংশ
অন্ন – খাদ্য	অন্য – অপর	অবদান – মহৎ কাজ	অবধান – মনোযোগ
আপণ – দোকান	আপন – নিজ	আশা – কামনা	আসা – উপস্থিত হওয়া
উপাদান – উপকরণ	উপাধান – বালিশ	কুল – বংশ	কূল – কিনারা
কৃত – তৈয়ারি	ক্রীত – কেনা	কোটি – ক্রোর	কটি – কোমর
কোমল – নরম কমল – পদ্মফুল	গুড় – মিষ্ট দ্রব্য	গূঢ় – গুপ্ত	চাল – ঘরের চাল
চা'ল – চাউল	চির – দীর্ঘকাল	চীর – ছেঁড়া কাপড়	তরণী – নৌকা
তরুণী – যুবতী	দার – স্ত্রী	দ্বার – দরজা	দিন – দিবস
দীন – দরিদ্র	দীপ – আলোক	দ্বিপ – হস্তী	দ্বীপ – জলবেষ্টিত স্থান
দেশ –রাজ্য	দ্বেষ – হিংসা	ধ্বনি – শব্দ	ধনী – ধনবান
ধনি – রমনী	নীর – জল	নীড় – পাখির বাসা	প্রসাদ – অনুগ্রহ
প্রাসাদ –অট্টালিকা	প্রকার – রকম	প্রাকার – প্রাচীর	বাধা – বিঘ্ন
বাঁধা – বন্ধন	বিনা – ব্যতীত	বীণা – বাদ্যযন্ত্রবিশেষ	বাণ – শর
বান – বন্যা	বিষ – গরল	বিস – মৃণাল	বিশ – কুড়ি
বসন – বস্ত্র	ব্যসন – আসক্তি	মণ – ৪০ সের	মন – অন্ত:করণ
শক্ত – সমর্থ	সক্ত – আসক্ত	শীত –ঠান্ডা	সিত – সাদা
শর – বীর	সুর – দেবতা	সূর – সূর্য	শ্বশ্র – শাশুড়ী
শ্মশ্রু – দাড়ি	সব – সকল	শব – মৃতদেহ	সর্গ – অধ্যায়
স্বর্গ – অমরলোক	স্বর – গলার স্বর	শর – তীর	সর – দুধের স্বর
সম – সমান	শম – শান্তি	সার্থ – অর্থযুক্ত	স্বার্থ – নিজ প্রয়োজন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

ভিন্ন ভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করুন

নীর	দার
নীড়	দ্বার
কোটি	আশা
কটি	আসা
চির	কুল
চীর	কূল
সব	আপন
শব	আপণ
সর্গ	দ্বিপ
স্বর্গ	দ্বীপ
শক্ত	শর
সক্ত	সর

পাঠ ৩ ঃ বিপরীতার্থক শব্দ

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- বিপরীতার্থতক শব্দ যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে পারবেন।

ভূমিকা

দক্ষতার সঙ্গে ভাষা ব্যবহারের জন্য শিক্ষার্থীর জানা শব্দসম্ভার বৃদ্ধি করা দরকার। বিপরীতার্থক শব্দের ব্যবহার করতে জানলে মনের ভাব অনেকক্ষেত্রে প্রাঞ্জলভাবে প্রকাশ করা সম্ভব। এজন্য নিচে প্রদত্ত শব্দগুলো ভাল করে পাঠ করুন।

বিপরীতার্থক শব্দ

মূলশব্দ	বিপরীতার্থক শব্দ
অগ্র	পশ্চাৎ
অম্ল	মধুর
অধম	উত্তম
অলস	পরিশ্রমী
অমর	মর
আলোক	অন্ধকার
আয়	ব্যয়
আদি	অন্ত

মূল শব্দ	বিপরীতার্থক শব্দ
কু	সু
কুটিল	সরল
অনুকূল	প্রতিকূল
অন্তর	বাহির
আসল	নকল
আকাশ	পাতাল
আবির্ভাব	তিরোধান
ইচ্ছা	অনিচ্ছা

মূলশব্দ	বিপরীতার্থক শব্দ
ইতর	ভদ্র

মূল শব্দ	বিপরীতার্থক শব্দ
উর্বর	অনুর্বর

ইহকাল	পরকাল
উত্থান	পতন
কৃতজ্ঞ	কৃতঘ্ন
ক্ষুদ্র	বৃহৎ
গোপনীয়	প্রকাশ্য
গ্রহণ	বর্জন
মান	অপমান
সুলভ	দুর্লভ
আয়	ব্যয়
ইতর	ভদ্র
উদয়	অস্ত
ঊর্ধ্ব	অধঃ
গুণ	দোষ
গুরু	শিষ্য
চঞ্চল	স্থির
জড়	চেতন
দীর্ঘ	হ্রস্ব
নূতন	পুরাতন
প্রিয়	অপ্রিয়
বিদ্বান	মূর্খ
মধুর	কটু
লাভ	ক্ষতি
শান্ত	দুরন্ত
শ্রদ্ধা	ঘৃণা
শীতল	উষ্ণ
সমতল	অসমতল
সন্ধি	বিগ্রহ
সরস	নীরস
সুখ	দু:খ
সুপ্ত	জাগ্রত
সংকীর্ণ	প্রশস্ত
সরল	বক্র
হর্ষ	বিষাদ

উৎকর্ষ	অপকর্ষ
উন্নতি	অবনতি
কনিষ্ঠ	জ্যেষ্ঠ
গুরু	শিষ্য
গ্রাম্য	নাগরিক
প্রশংসা	নিন্দা
ন্যায়	অন্যায়
উপকার	অপকার
আদি	অন্ত
উচ্চ	নীচ
উষ্ণ	শীতল
কৃশ	স্থূল
গৌণ	মুখ্য
ঘন	তরল
জন্ম	মৃত্যু
তিরস্কার	পুরস্কার
ধনী	নির্ধন
প্রভু	ভৃত্য
বন্ধুর	মসৃণ
মহৎ	নীচ
মিথ্যা	সত্য
লঘু	গুরু
শিষ্ট	অশিষ্ট
শত্রু	মিত্র
সকাল	সন্ধ্যা
সহিষ্ণু	অসহিষ্ণু
সুধা	গরল
স্বর্গ	নরক
সমাপ্ত	অসমাপ্ত
সুশ্রী	কুশ্রী
স্মৃতি	বিস্মৃতি
সুলভ	দুর্লভ
হ্রাস	বৃদ্ধি

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নিচের শব্দগুলোর বিপরীতার্থক শব্দলিখুন।

শব্দ	বিপরীতার্থক শব্দ	শব্দ	বিপরীতার্থক শব্দ
আলোক		সুলভ	
গ্রহণ		উন্নতি	
সরস		হর্ষ	
হ্রাস		লাভ	
সমাপ্ত		সুখ	
শীতল		আসল	
গোপনীয়		আয়	
ক্ষুদ্র		অন্তর	
গুরু		গ্রাম্য	

পাঠ ৪ ঃ প্রতিশব্দ

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- প্রয়োজনীয় শব্দের প্রতিশব্দ লিখতে পারবেন।

ভূমিকা

অনেক শব্দের একাধিক প্রতিশব্দ আছে। ভাষা ব্যবহার দক্ষতা অর্জনের জন্য এ প্রতিশব্দগুলো আমাদের জানা দরকার। নিচের প্রতিশব্দগুলো ভাল করে জেনে নিন।

অশ্রু – নেত্রজল, লোর।

আকাশ – নভঃ, গগন, ব্যোম, অম্বর, অন্তরীক্ষ, আসমান।

আগুন – অগ্নি, বহ্নি, পাবক, অনল, হুতাশন।

ইচ্ছা – আকাঙ্ক্ষা, াৃহা, বাঞ্ছা, লিপ্সা, মনোরথ, বাসনা, কামনা, অভিলাষ, অভিপ্রায়।

কথা – ভাষা, বানী, উক্তির, বচন, বাক্য।

কাল – অসিত, কৃষ্ণ, শ্যাম, শ্যামল।

ক্রোধ – কোপ, রোষ, রাগ, উষ্মা।

ঘর – গৃহ, নিলয, আলয়, আবাস, নিকেতন

ঘোড়া – ঘোটক, বাজী, অশ্ব, তুরগ, তুরঙ্গ, হয়।

চাঁদ – চন্দ্র, ইন্দ্র, চন্দ্রমা, হিমাংশু, শীতাংশু, সুধাকর, নিশাকর, মৃগাঙ্ক, শশধর, শশী।

চোখ – চক্ষু, লোচন, নেত্র, নয়ন, অক্ষি, আঁখি।

জল – জীবন, সলির, পয়ঃ, বারি, নীর, অপ, উদক, পানি।

ঝড় – ঝটিকা, প্রভঞ্জন, বাত্যা।

দিন – দিবস, দিবা, বাসর, অহঃ।

নদী – তটিনী, প্রবাহিনী, তরঙ্গিনী, শৈবালিনী, সরিৎ, স্রোতস্বিনী, স্রোতস্বতী।

পাহাড় – পর্বত, অদ্রি, গিরি, শৈল, জগ।

পৃথিবী – ধরনী, ধরিত্রী, বসুন্ধরা, ধরা, অবনী, মহী।

বায়ু – অনিল, সমীর, সমীরণ, মরুৎ, পবন।

বিদ্যুৎ – তড়িৎ, চপলা, সৌদামিনী, বিজলী, দামিনী।

রাত্রি – শর্বরী, নিশা, নিশীথিনী, বিভাবরী, রজনী, যামিনী।

সমুদ্র – সাগর, সিন্ধু, অর্ণব, জলধি, পারাবার।

সাদা – শুক্ল, শুভ্র, শুচি, শ্বেত, সিত, গৌর, ধবল।

সিংহ – কেশরী, মৃগেন্দ্র, মৃগরাজ, হরি।

সূর্য – আদিত্য, দিবাকর, ভাস্কর, প্রভাকর, বিভাকর, মার্তন্ড, মিহির, ভানু, তপন, রবি।

পাঠ ৫ ঃ পদ পরিবর্তন

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- পদ পরিবর্তন ও প্রয়োগ করতে পারবেন।

ভূমিকা

ভাষা বলা ও লেখার দক্ষতা অর্জনের জন্য পদ পরিবর্তনের রীতি ও কৌশল সম্পর্কে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। এ জন্য পাঠটি ভাল করে পড়ুন।

বিশেষ্য – বিশেষণ	বিশেষ্য – বিশেষণ	বিশেষ্য – বিশেষণ	বিশেষ্য – বিশেষণ
অনু – আনবিক	অনুবাদ – অনুদিত	অভ্যাস – অভ্যস্ত	আদি – আদিম
ইতিহাস – ঐতিহাসিক	উদয় – উদিত	গাঁ – গেয়ো	গ্রহণ – গৃহীত
জল – জলো	তামা – তামাটে	দোষ – দুষ্ট	ন্যায় – ন্যায্য
পুলক – পুলকিত	পশু – পাশবিক	বসন্ত – বাসন্তী	বিধান – বিহিত
মাছ – মেছো	শ্রবণ – শ্রাব্য	অংশ – আংশিক	অধ্যয়ন – অধীত
অনুমান – অনুমিত	আনন্দ – আনন্দিত	উপন্যাস – ঔপন্যাসিক	উল্লাস – উল্লসিত
গ্রাম – গ্রাম্য	ঘর – ঘরোয়া	জাতি – জাতীয়	দাঁত – দেঁতো
ধর্ম – ধার্মিক	প্রত্যহ – প্রাত্যহিক	পৃথিবী – পার্থিব	বন – বুনো
বিদ্যুৎ – বৈদ্যুতিক	লোক – লৌকিক	সূর্য – সৌর	অঙ্গ – আঙ্গিক
অগ্নি – আগ্নেয়	অন্ত – অন্ত্য	আদর – আদুরে	উপনিবেশ –

			ঔপনিবেশিক
কাজ – কেজো	গাছ – গেছো	চক্ষু – চাক্ষুষ	ঝড় – ঝড়ো
দেহ – দৈহিক	প্রকৃতি – প্রাকৃতিক	প্রমাণ – প্রামান্য	বৎসর – বাৎসরিক
ভূগোল – ভৌগোলিক	শহর – শহুরে	স্ত্রী – স্ত্রৈণ	অবধান – অবহিত
অরণ্য – আরণ্য	অর্থ – আর্থিক	আষাঢ় – আষাঢ়ে	কর্ম – কর্মঠ
গো – গব্য	চোর – চোরাই	ঢাকা – ঢাকাই	দিন – দৈনিক
নিশা – নৈশ	পরলোক – পারলৌকিক	পুর – পৌর	বিমান – বৈমানিক
মন – মানসিক	শরীর – শারীরিক		

বিশেষণ – বিশেষ্য	বিশেষণ – বিশেষ্য	বিশেষণ – বিশেষ্য	বিশেষণ – বিশেষ্য
ধীর – ধৈর্য	অনুগত – আনুগত্য	অলস – আলস্য	পাগল – পাগলামি
বীর – বীর্য	মধুর – মাধুর্য	দীন – দৈন্য	চঞ্চল – চাঞ্চল্য
তরল – তারল্য	ধীর – ধৈর্য	গুরু – গৌরব	কিশোর – কৈশোর
সৎ – সততা	সুন্দর – সৌন্দর্য	শীত – শৈত্য	

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১. বিশেষ্য থেকে বিশেষণ করুন।

বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ
মাছ		নিসা		উদয়	
বৎসর		উপন্যাস		অংশ	
অঙ্গ		পরলোক		শ্রবণ	
গ্রহণ		প্রমাণ		গো	
শরীর		দিন		দেহ	

২. বিশেষণ থেকে বিশেষ্য করুন।

বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য
সুন্দর		তরল		গুরু	
বীর		শীত		কিশোর	
অনুগত		মধুর		অলস	

পাঠ ৫ ঃ বাক্য সঙ্কোচন

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- বাক্য সঙ্কোচন করতে পারবেন।

বাক্য সংকোচন

অতি দীর্ঘ নয় যা – নাতিদীর্ঘ
অক্ষির সম্মুখে – প্রত্যক্ষ
অক্ষির অগোচর – পরোক্ষ
অনুসন্ধান করার ইচ্ছা – অনুসন্ধিৎসা
অন্যদিকে মন যার – অন্যমনস্ক
অপকার করার ইচ্ছা – অপচিকীর্ষা
অন্যদেশ – দেশান্তর
অন্য বারে – বারান্তর
অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা না করে যে কাজ করে – অবিমৃষ্যকারী
অতি শীতও নয় অতি গ্রীষ্ম নয় – নাতিশীতোষ্ণ
অবশ্যই যা হবে – অবশ্যম্ভাবী
আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত – আদ্যন্ত
আকাশে গমন করে যে – বিহঙ্গ
আকাশে চরে যে –খেচর
আদরের সাথে – সাদরে
আটপ্রহর যা পরা যায় – আটপৌরে
আপনার রং লুকায় যে – বর্ণচোরা
আমিষের অভাব – নিরামিষ
আয় আনুসারে যিনি ব্যয় করেন – মিতব্যয়ী
আপনাকে কৃতার্থ মনে করেন যিনি – কৃতার্থন্মন্য
ইতিহাস লেখেন যিনি – ঐতিহাসিক
ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন যিনি – আস্তিক
ঈশ্বরে যিনি বিশ্বাস করেন না – নাস্তিক
উপকারীর উপকার স্বীকার করে যে – কৃতজ্ঞ
উপকারীর উপকার স্বীকার করে না যে – অকৃতজ্ঞ
যা উড়ছে – উড্ডীয়মান
যে রমনীর বিবাহ হয় নাই – কুমারী, অনূঢ়া
যাহা পূর্বে দেখা যায় নাই – অদৃষ্টপূর্ব
যাহা কষ্টে লাভ করা যায় – দুর্লভ
যাহার স্ত্রী বিগত হয়েছে – বিপত্নীক
যাহাতে হৃদয় বিদীর্ণ হয় – হৃদয়বিদারক

যে বিদেশে থাকে – প্রবাসী
যে জমিতে দুইবার ফসল হয় – দোফসলী
যাহা বপন করা হইয়াছে – উপ্ত
যে স্ত্রীর বশীভূত – স্ত্রৈণ
যাহা মাটি ভেদ করে ওঠে – উদ্ভিদ
লাভ করিবার ইচ্ছা – লিপ্সা
রব শুনিয়া যাহারা আসিয়াছে – রবাহূত
যাহার হৃদয় শোভন – সুহৃদ
যে নারীর সন্তান হয় না – বন্ধ্যা
যে ভরণ করে – ভর্তা
যাহারা এক মাতার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে – সহোদর
যাহার গন্ধ ভাল – সুগন্ধ
যিনি কষ্ট সহ্য করিতে পারেন – কষ্টসহিষ্ণু
যিনি বিদ্যা লাভ করিয়াছেন – কৃতবিদ্য
যা লেহন করে খাওয়া যায় – লেহ্য
যা প্রবীন বা প্রাচীন নয় – অর্বাচীন
যাহার আকার কুৎসিত – কদাকার
পা হইতে মাথা পর্যন্ত – আপাদমস্তক
কোথাও নত কোথাও উন্নত – বন্ধুর
জানিবার ইচ্ছা – জিজ্ঞাসা
জয় করিবার ইচ্ছা জিগীষা
একই গুরুর শিষ্য – সতীর্থ
অনুসন্ধান করিবার ইচ্ছা – অনুসন্ধিৎসা
যে রমণী প্রিয় কথা বলে – প্রিয়ংবদা
যা চিবিয়ে খাওয়া যায় – চর্ব্য
মরণ পর্যন্ত – আমরণ
পিতার ভ্রাতা – পিতৃব্য
অগ্রে জন্মিয়াছে যে – অগ্রজ
কর্মে অতিশয় কুশল – কর্মঠ
অনুকরণ করিবার ইচ্ছা – অনুচিকীর্ষা
যাহার উপস্থিত বুদ্ধি আছে – প্রত্যুৎপন্নমতি
যে উপকারীর অপকার করে – কৃতঘ্ন
যাহা পানের যোগ্য – পেয়
যিনি অধ্যাপনা করেন – অধ্যাপক
যিনি বক্তৃতা দানে পটু – বাগ্মী
হিমালয় হইতে সমুদ্র পর্যন্ত – আসমুদ্র হিমাচল
যে গমন করে না – নগ
যে রোগ নির্ণয় করিতে হাতড়াইয়া মরে – হাতুড়ে
শ্রবণের যোগ্য – শ্রব্য

যাহা উদিত হইতেছে – উদীয়মান
ক্ষমার যোগ্য – ক্ষমা
যা জলে জন্মে – জলজ
যা কষ্টে জয় করা যায় – দুর্জয়
যা কষ্টে নিবারণ করা যায় – দুর্নিবার
যাহার অন্য উপায় নাই – দুর্নিবার
যাহার অন্য উপায় নাই – অনন্যোপায়
যাহা দমন করা যায় না – অদম্য
ফল পাকিলে যে গাছ মরিয়া যায় – ওষধি
জীবন পর্যন্ত – আজীবন
আচরণের যোগ্য – আচরণীয়
বাঘের চামড়া – কৃত্তি
হরিণের চামড়া – অজিন
অশ্বের ডাক – হ্রেষা
হস্তীর ডাক – বৃংহতি
কোকিলের ডাক – কুহু
ময়ুরের ডাক – কেকা
নিতান্ত দগ্ধ হয় যে সময় – নিদাঘ
নৌকা চালনা করে যে – নাবিক
নূপুরের ধ্বনি – নিক্কন
পরে জন্মেছে যে – অনু
পূর্বে ছিল এখন নাই – ভূতপূর্ব
পাখির কলরব – কুজন
মৃতের মত অবস্থা যার – মুমূর্ষু
যার কোন ভয় নেই – অকুতোভয়
যিনি বিদ্যালাভ করেছেন – কৃতবিদ্য
গণনার অযোগ্য – নগণ্য
যে হিত ইচ্ছা করে – হিতৈষী
যার কুল ও শীল জানা নেই – অজ্ঞাতকুলশীল
দেখা যায় না যা – অদৃশ্য
যা সহজে ভেঙে যায় – ভঙ্গুর

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

এক কথায় প্রকাশ করুন
আদরের সাথে
যা উড়ছে
যা চিবিয়ে খাওয়া যায়
লাভ করিবার ইচ্ছা
যা চিবিয়ে খাওয়া যায়
যাহা পানের যোগ্য
যাহা দমন করা যায় না
যা কষ্টে জয় করা যায়
যা জলে জন্মে
বাঘের চামড়া
গণনার অযোগ্য
যা সহজে ভেঙে যায়
যার কুল ও শীল জানা নেই
যা মাটি ভেদ করে ওঠে
যে বিদেশে থাকে।

পাঠ ৭ ঃ বাগধারা

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- বাগধারা ব্যবহার করতে পারবেন।

নিচের বাগধারাগুলো ভাল করে পড়ুন

১. অরণ্যে রোদন (বৃথা চেষ্টা করা) – বুড়ো কৃপণের কাছে চাঁদা চাওয়া আর 'অরণ্যে রোদন করা একই কথা।

২. অক্কা পাওয়া (মরে যাওয়া) – পকেটমারটি জনতার হাতে বেদম মার খেয়ে অক্কা পেয়েছে।

৩. অগস্ত্য যাত্রা (চিরতরে প্রস্থান) – ছেলেটি বাবা-মার উপর অভিমান করে সেই যে বাড়ি ছাড়লো আর ফিরে এলো না; কে জানতো এযাত্রাই হবে তার অগস্ত্য যাত্রা।

৪. অর্ধচন্দ্র দান (গলাধাক্কা দেওয়া) – থানা পুলিশ না করে চোরটিকে এখন অর্ধচন্দ্র দান করে বিদেয় কর।

৫. অকূলে কূল পাওয়া (মহাবিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া) – তোমার দয়াতে এবার অকূলে কূল পেলাম; না হলে এ বিপদ থেকে আমার বাঁচার উপায় ছিল না।

৬. অন্ধের যষ্টি (একমাত্র অবলম্বন) – বিধবা স্ত্রীলোকটির অন্ধের যষ্টি একমাত্র এই ছেলেটি-এ ভুবনে তার আর কেউ নেই।

৭. অহিনকুল সম্পর্ক (শত্রু সম্পর্ক) – ভাইয়ে ভাইয়ে এখন অহিনকুল সম্পর্ক– কেউ কারো মুখ পর্যন্ত দেখে না।

৮. অকাল কুষ্মান্ড (অপদার্থ)– ছেলেটির একেবারে অকাল কুষ্মান্ড; তাকে দিয়ে কোন কাজই হবে না।

৯. অগাধ জলের মাছ (চালাক) – করিম অগাধ জলের মাছ তার মনের ফন্দিফিকির আমি জানবো কি করে!

১০. অমাবস্যার চাঁদ (অদর্শণীয় বস্তু) – হারানো ছেলেকে ফিরে পেয়ে মা যেন অমাবস্যার চাঁদ হাতে পেলেন।

১১. অথৈ জলে পড়া (ভীষণ বিপদে পড়া) – চাকুরিটা হারিয়ে সে এখন অথৈ জলে পড়েছে।

১২. অগ্নি শর্মা (অতিশয় ক্রুদ্ধ) – কথাটি শোনামাত্র তিনি রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন।

১৩. অকূল পাথার (সীমাহীন বিপদ) ভিটে মাটি সর্বস্ব হারিয়ে এখন আমি অকূল পাথারে ভাসছি।

১৪. অন্ধকারে ঢিল মারা (না জেনে কিছু করা) – তুমি এ বিষয়ের কিছুই না জেনে অন্ধকারে ঢিল মারার চেষ্টা করছো।

১৫. অনুরোধে ঢেঁকি গেলা (অনুরোধে কঠিন কাজ করার চেষ্টা) – এ কাজ আমার দ্বারা সম্ভব নয় তবু বন্ধুদের অনুরোধে ঢেঁকি গিলতে হয়েছে।

১৬. অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী (অল্পবিদ্যার দেমাক) – পড়েছো হাতুড়ে ডাক্তারের হাতে, সে কি রোগীর প্রাণান্ত না করে ছাড়বে; জানতো অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী।

১৭. আক্কেল সেলামী (বোকামীর দন্ড) বিনা টিকেটে ট্রেনে উঠে পঞ্চাশ টাকা আক্কেল সেলামী দিলাম।

১৮. আকাশ কুসুম (অসম্ভব কল্পনা) তোমার মত একজন দরিদ্র শ্রমিক একদিন কারখানার মালিক হবে – এ আকাশ কুসুম কল্পনা মাত্র।

১৯. আমড়া গাছি করা (তোষামোদ করা) বড় সাহেবকে আমড়াগাছি করে সে এবার বড় একটা ঠিকাদারি পেয়ে গেছে।

২০. আক্কেল গুড়ুম (হতবুদ্ধি হওয়া) – শফিক যেভাবে তার বাবার সঙ্গে তর্ক করে; দেখে তো আমার আক্কেল গুড়ুম।

২১. আকাশ ভেঙ্গে পড়া (মহা বিপদ উপস্থিত হওয়া) – নৌকাডুবির খবর পেয়ে মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়লো।

২২. আকাশ থেকে পড়া (না জানার ভান করা) – চুরির দায়ে তার জেল হয়েছে শুনে তুমি যেন আকাশ থেকে পড়লে মনে হচ্ছে।

২৩. আষাঢ়ে গল্প (অবিশ্বাস্য কাহিনী) – রশিদ খালি হাতে একটা বাঘ মেরেছে, এরকম একটা আষাঢ়ে গল্প বিশ্বাস করতে বলছ!

২৪. আকাশ পাতাল (দুস্তর ব্যবধান) – আকাশ পাতাল ভেবে কোন লাভ নেই হাতের কাছে যে সুযোগটা আছে সেটাই গ্রহণ করা বুদ্ধিমানের কাজ।

২৫. আলালের ঘরের দুলাল (আদুরে ছেলে) – ওতো আলালের ঘরের দুলাল, সে এত পরিশ্রমের কাজ পারবে কেন?

২৬. আমড়া কাঠের ঢেঁকি(অপদার্থ) – ছেলেটি একটি আমড়া কাঠের ঢেঁকি, তাকে দিয়ে কোন কাজেরই ভরসা পাওয়া যায় না।

২৭. আঙ্গল ফুলে কলাগাছ (হঠাৎ বড়লোক) – এই ডামাডোলের বাজারে ঠিকাদারি করে সে এখন আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ।

২৮. আঁতে ঘা দেওয়া (মনে কষ্ট দেওয়া) – তুমি এমন আঁতে ঘা দেওয়া রূঢ় কথা বলছ কেন?

২৯. আদা জল খেয়ে লাগা (সর্বাত্মক চেষ্টা করা) – পরীক্ষা পাশের জন্য তুমি এবার আদাজল খেয়ে লেগেছ মনে হচ্ছে।

৩০. আঠার মাসে বছর(দীর্ঘসূত্রিতা) – তোমার তো আঠার মাসে বছর এই সামান্য কাজ করতেই এতদিন লেগে গেল।

৩১. আদিখ্যেতা (ন্যাকামি স্বভাব) – বাবা মায়ের শাসন না থাকায় ধেড়ে মেয়ের আদিখ্যেতা বড় বেড়েছে।

৩২. আপন পায়ে কুড়াল মারা (নিজের ক্ষতি করা) – লেখাপড়া না শিখে নিজের পায়ে নিজেই কুড়াল মেরেছো।

৩৩. ইঁদুর কপালে (মন্দভাগ্য) আমি হলাম ইঁদুর কপালে - আমার ভাগ্যে কি আর লটারির টাকা জুটবে!

৩৪. ইঁচড়ে পাকা (অকাল পক্ব) – দশ বছর বয়সেই সিগারেট ধরেছে ইঁচড়ে পাকা ছেলে আর কাকে বলে।

৩৫. ইতর বিশেষ (ভেদাভেদ) ছেলে ও মেয়ের মধ্যে ইতর বিশেষ করা ঠিক নয়।

৩৬. ঈদের চাঁদ (আকাঙ্ক্ষিত বস্তু) – অনেক দিন পর ছেলে বাড়ি এসেছে মা যেন হাতে ঈদের চাঁদ পেয়েছেন।

৩৭. উত্তম মাধ্যম (প্রহার) চোরটিকে উত্তম মাধ্যম দিয়ে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

৩৮. উলুবনে মুক্তা ছড়ান (অস্থানে মূল্যবান জিনিষ ছড়ান) –চোরকে উপদেশ দেওয়া আর উলুবনে মুক্তা ছড়ান একই কথা।

৩৯. উনপাঁজুরে (দুর্বল) মেয়েটি উনপাঁজুরে দুপা হাঁটতেই হাঁপিয়ে উঠে।

৪০. এক ঢিলে দুই পাখি (একই সঙ্গে দুক্ষেত্রে সিদ্ধি) চাকরিটাও পেলে আর চিরশত্রু জলিলকে হারিয়ে দিলে– একই ঢিলে দুই পাখি আর কি!

৪১. এক মাঘে শীত যায় না – যেই টাকাটা পেয়েছে, আর দেখা নাই তবে এক মাঘে শীত যায় না, ওকে আবার আসতেই হবে।

৪২. এক চোখা (পক্ষপাতিত্ব) – লোকটা ভয়ানক একচোখা, নিজের লোকদের জন্য এক রকম ব্যবহার, অন্যদের জন্য অন্যরকম।

৪৩. একাদশে বৃহারতি (সুসময়) – তোমার তো একাদশে বৃহারতি, যাতে হাত দাও তাতেই সোনা ফলে।

৪৪. এলাহি কান্ড (বিরাট ব্যাপার) – ছেলের বিয়েতে সে এক এলাহি কান্ড করে বসেছে- শহরের সবাইকেই দাওয়াত দিয়ে বসেছে।

৪৫. ওষুধ ধরা (কাজ হওয়া) – মনে হয় ওষুধ করেছে- বুড়োটা এবার কথামত কাজ করবে।

৪৬. কথায় চিড়া ভিজা (বিনা ব্যয়ে কাজ না হওয়া) – কথায় কি আর চিড়ে ভিজে কিছু টাকা পয়সা ছাড়, এখনই সব ঠিক হয়ে যাবে।

৪৭. কড়ায় গন্ডায় (পুরোপুরি হিসাব) মাসের পয়লাতেই তোমার ধার কড়ায় গন্ডায় শোধ করে দেব।

৪৮. কেঁচে গন্ডুষ করা (পুনরায় আরম্ভ) – সবই ভুলে গেছি- এখন ছোট ভাইকে অঙ্ক করাতে গিয়ে কেঁচো গন্ডুষ করতে হচ্ছে।

৪৯. কাঁচা পয়সা (নগদ উপার্জন) – ঠিকাদারী করা কাঁচা পয়সা তো তাই দুহাতে উড়াচ্ছে।

৫০. কপাল ফেরা (অবস্থা ভাল হওয়া) ওর কপালে ফিরেছে- এখন ভাল টাকা-পয়সা উপার্জন করে।

৫১. কান ভারি করা (কুপরামর্শ দেওয়া) – আমার বিরুদ্ধে নানান কথা বলে ও বড় সাহেবের কান ভারি করেছে।

৫২. কলুর বলদ (পরাধীন) – দিনরাত কলুর বলদের মত সংসারের ঘানি টানছি, তবু কারো নেক নজরে পড়িনি।

৫৩. কথার কথা (মামুলি কথা)– এটা একটা কথার কথা কিছু মনে করো না যেন!

৫৪. কই মাছের প্রাণ (যে সহজে মরে না) – চোরটির কই মাছের প্রাণ, না হলে এত মার খেয়েও মরল না।

৫৫. ক অক্ষর গোমাংস (বর্ণ পরিচয়হীন) ওতো একটা ক অক্ষর গোমাংস লেখাপড়া কিছুই জানে না।

৫৬. কাক ভুষন্ডী (দীর্ঘায়ু) বুড়িটা কাক ভুষন্ডী - না হলে এত দিন ভিটে আগলে পড়ে আছে।

৫৭. কল্কে পাওয়া (পাত্তা পাওয়া) – ঐ বিদ্যা নিয়ে একানে কল্কে পাওয়া যাবে না- অন্য চাকরির চেষ্টা করো।

৫৮. কাঁঠালের আমসত্ব (অসম্ভব বস্তু) – হিংসার পৃথিবীতে শান্তি এখন কাঁঠালের আমসত্বের মতই অসম্ভব বস্তু।

৫৯. কূপমন্ডুক (সীমাবন্ধ জ্ঞান) – মানুষের চাঁদ বিজয়ের কথাও শোননি- তুমি তো আচ্ছা কূপমন্ডুক।

৬০. কেতাদুরস্ত (বাইরে পরিপাটি) – ও বাইরে কেতাদুরস্ত হলে কি হবে পেটে একটুও বিদ্যা নেই।

৬১. কত ধানে কত চাল (প্রকৃত অবস্থা না জানা) – সংসারে খাওদাও আর ঘুরে বেড়াও তুমি তো জানই না কত ধানে কত চাল।

৬২. কাঠের পুতুল (নির্বাক ও অসাড়) কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে আছ কেন? দেখছো না ছেলেটা পুকুরে ডুবে যাচ্ছে।

৬৩. খয়ের খাঁ (ধামাধরা) – ওতো মনিবের খয়ের খাঁ - আমাদের আন্দোলনে সে আসবে না।

৬৪. খাল কেটে কুমীর আনা (বিপদ ডেকে আনা) – ভাইয়ে ভাইয়ের বিবাদে প্রতিবেশী ডেকে নিয়ে এসে খাল কেটে কুমীর এনেছ এখন ঠ্যালা সামলাও।

৬৫. গা ঢাকা দেওয়া (লুকিয়ে থাকা) পুলিশের ভয়ে ও গা ঢাকা দিয়েছে।

৬৬. গায়ের ঝাল ঝাড়া (শোধ দেওয়া) অনেকদিন পর বদমায়েশটার দেখা পেয়ে আচ্ছা করে গায়ের ঝাল ঝেড়েছি।

৬৭. গলগ্রহ (অন্যের উপর নির্ভরশীল) – আমার জমি জিরেত সবই আছে - আমি কোন দুঃখে অন্যের গলগ্রহ হতে যাব?

৬৮. গোকুলের ষাঁড় (বাধাবন্ধনহীন) বাপের হোটেলে খাওদাও আর গোকুলের ষাঁড়ের মত ঘুরে বেড়াও, বলি লেখাপড়া কি একেবারে ছেড়েই দিয়েছো!

৬৯. গোঁয়ার গোবিন্দ (কান্ডজ্ঞানহীন) – ছেলেটা একটা গোঁয়ার গোবিন্দ - নইলে ছোট ভাইটিকে এরকম করে মারে!

৭০. গুড়ে বালি (আশায় নৈরাশ্য) তুমি ভেবেছো বাবার কাছে মাপ চাইলেই পার পাবে - সে গুড়ে বালি।

৭১. গড্ডালিকা প্রবাহ (অন্ধ অনুকরণ) গড্ডালিকা প্রবাহে ভেসে যেয়ো না সব কিছু বুঝতে শেখো।

৭২. গৌরচন্দ্রিকা (ভনিতা) ওসব গৌরচন্দ্রিকা রেখে আসল কথাটি কি তা বলে ফেল।

৭৩. গোঁফ খেজুরে (অলস) তোমার মত গোঁফ খেজুরে লোকের উন্নতি আশা করা যায় না।

৭৪. গা তোলা (উঠা) এবার গা তুলুন ট্রেন আসবার সময় হয়েছে।

৭৫. গোবর গণেশ (মুর্খ) তুমি এমন গোবর গণেশ সামান্য কথাটাই বুঝতে পারছো না।

৭৬. গো বৈদ্য (হাতুড়ে) গ্রামে গো বৈদ্যের হাতে পড়ে কত সাধারণ রোগী যে মারা যাচ্ছে তার হিসেব কে রাখে।

৭৭. গভীর জলের মাছ (চালাক) রহিম গভীর জলের মাছ- তার মতলব বোঝা কি আমার সাধ্য।

৭৮. গোবরে পদ্ম ফুল (অস্থানে ভাল জিনিষ) দিন মজুরের ছেলে কিন্তু লেখাপড়ায় এত ভাল - এ যে দেখছি গোবরে পদ্মফুল।

৭৯. ঘোড়ারোগ (মাত্রাতিরিক্ত) রোজ ভাত জোটে না আবার সিনেমা দেখতে হবে - এ যে দেখছি ঘোড়ারোগ।

৮০. ঘটি ডোবে না নাম তালপুকুর (অপদার্থের বড় নাম) – ভাত জোটে না, নামে জমিদার! এ যে দেখছি ঘটি ডোবে না নাম তালপুকুর।

৮১. চোখ টাটান (হিংসা করা) – পরের উন্নতি দেখলে তোমার চোখ টাটায় কেন?

৮২. চোখের চামড়া (লজ্জা) তোমার চোখের চামড়া থাকলে এ মিথ্যা কথাটা আর বলতে না।

৮৩. চিনির বলদ (ভারবহন করে কিন্তু ফল ভোগ করে না) – ও চিনির বলদের মত খেটেই মরছে কিন্তু নিজের পাওনা বেতনটা পর্যন্ত পায় না।

৮৪. চাঁদের হাট (সুখের মিলন) পুত্র কন্যাদের নিয়ে তোমার সংসারে চাঁদের হাট বসেছে।

৮৫. চোখের বালি(অপ্রিয়) – ও চোখে মুখে মিথ্যা কথা বলে ওর চোখের পর্দা বলে কিছু নেই।

৮৬. চোখে ধুলা দেওয়া (ঠকান) মনিবের চোখে ধুলো দিয়ে বেশ পয়সা কামাচ্ছ; কিন্তু এটা চিরদিন চলবে না।

৮৭. চক্ষুদান করা (চুরি করা) সামনের টেবিল থেকে কলমটা কে যে চক্ষুদান করলো ঠিক বুঝতে পারিনি।

৮৮. চোখে সরষের ফুল দেখা (হতভম্ব) – পরীক্ষায় প্রশ্ন কমন পড়েনি - কাজেই চোখের সরষের ফুল দেখছি।

৮৯. চোখের মনি (প্রিয়) – মায়ের চোখের মনিকে কখনো আড়াল হতে দেন না।

৯০. চোখের মাথা খাওয়া (না দেখা) তুমি কি চোখের মাথা খেয়েছ, সামনের দিয়ে একটা অপরিচিত লোক বাসায় ঢুকলো আর তুমি দেখলে না।

৯১. চুল পাকানো (অভিজ্ঞতা) এই কাজ করেই চুল পাকিয়েছি - তোমার কাছে নতুন করে শিখতে হবে না।

৯২. ছেলের হাতে মোয়া (সহজলভ্য) – একি ছেলের হাতে মোয়া - চাইলেই পেয়ে যাবে।

৯৩. ছা পোষা (পোষ্য ভারাক্রান্ত) – ছা পোষা মানুষ আমি, নুন আনতে পান্তা ফুরায়, আমার কি আর বিদেশ ভ্রমণে শখ করলে চলে!

৯৪. ছাই চাপা আগুন (প্রচ্ছন্ন প্রতিভা) ছাই চাপা আগুন কোন দিন ঢাকা থাকে না – ওর যা প্রতিভা একদিন প্রকাশ পাবেই।

৯৫. ছিনিমিনি খেলা (অপব্যয় করা) সমিতির টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলবে - তা হতে দেব না।

৯৬. ছকড়া নকড়া (সস্তা) বাজারে আজ ইলিশ মাছের ছড়াছড়ি - ছকড়া নকড়া দরে বিকোচ্ছে।

৯৭. জিলিপির প্যাচ (কুবুদ্ধি) তোমার পেটে এত জিলিপির প্যাচ – ক্ষতি আমার করবেই।

৯৮. জগদ্দল পাথর (গুরুভার) নাবালক ভাইপোদের সম্পত্তি দেখা শোন দায়িত্ব জগদ্দল পাথরের মত আমার ঘাড়ে চেপে আছে।

৯৯. টনক নড়া (সজাগ হওয়া) – পরীক্ষা সামনে – এতদিনে তোমার টনক নড়েছে।

১০০. টাকার গরম (ধনসম্পদের অহঙ্কার) – টাকার গরম দেখিয়ে সমাজে যা খুশি করবে তা হতে দেব না।

১০১. টাকার কুমীর (ধনী) লোকটা টাকার কুমীর কিন্তু গরীব দুখীদের দিকে ফিরেও তাকায় না।

১০২. ঠোঁটকাটা (স্পষ্টভাষী) রহিম ঠোঁটকাটা, তাই মুখের উপর যা-তা বলে গেল।

১০৩. ডুমুরের ফুল (অদৃশ্য বস্তু) তুমি ডুমুরের ফুল হয়ে গেছ নাকি, আর যে দেখাই পাওয়া যায় না।

১০৪. ডান হাতের ব্যাপার (আহার) - দুপুরে বেরোবার আগে ডানহাতের ব্যাপারটা সেরেই যাই, কখন ফিরবো তার তো ঠিক নেই।

১০৫. ডামাডোল (বিশৃঙ্খলা) যুদ্ধের ডামাডোলে চোরাকারবারিরা দুহাতে পয়সা লুটছে।

১০৬. ঢাক ঢাক গুড় গুড় (কপটতা) – অত ঢাক ঢাক গুড় গুড় করছো কেন! যা বলবে বলে ফেল।

১০৭. ঢাকের কাঠি (তোষামোদে) কেরানি তো বড় সায়েবের ঢাকের কাঠি যা বলবে তাই শুনবে।

১০৮. ঢাকের বাঁয়া (অকেজো) – ছেলের বিয়ের যোগাড় করেছে মা, বাবাটি তো ঢাকের বাঁয়া।

১০৯. তীর্থের কাক (প্রতীক্ষারত) লোকগুলো সেই সকাল থেকে তীর্থের কাকের মত বসে আছে – কিন্তু যিনি বস্ত্রদান করবেন তার দেখাই নেই।

১১০. তেলে বেগুনে জ্বলে উঠা (হঠাৎ অতিশয় রাগান্বিত হওয়া) – পাওনা টাকা চাইতেই তিনি তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন।

১১১. তাসের ঘর (ক্ষণস্থায়ী) – কত বড় বড় শাসকের সাম্রাজ্য তাসের ঘরের মত দুদিনে ভেঙে পড়লো, তার হিসেব কে রাখে।

১১২. তালপাতার সেপাই (রোগা) – ছেলেটি তো তালপাতার সেপাই – কি করে সেনাবাহিনীতে সুযোগ পাবে।

১১৩. তুলসী বনের বাঘ (ভন্ড) – দেখতে সাধুর মত হলে কি হবে, লোকটা আসলে তুলসী বনের বাঘ।

১১৪. দহরম মহরম (ঘনিষ্ঠতা) – দুজনে খুব দহরম মহরম – এমন কি সব সময় এক সঙ্গেই থাকে।

১১৫. দুধের মাছি (সুসময়ের বন্ধু) – এখন টাকা আছে তাই দুধের মাছির অভাব নেই।

১১৬. দক্ষযজ্ঞ ব্যাপার (তুমুল কান্ড) – বিয়ে বাড়িতে এক দক্ষযজ্ঞ ব্যাপার ঘটে গেল - ছেলের বাবা বিয়ে না দিয়েই বরকে নিয়ে চলে গেলেন।

১১৭. দাঁও মারা (মোটা অঙ্কে লাভ করা) – হঠাৎ চালের দাম বেড়ে যাওয়াই, চালের দোকানদাররা ভাল দাঁও মেরেছে।

১১৮. দুধে ভাতে (ভাল অবস্থায় থাকা) সব মা-বাবাই চায় তার সন্তানেরা দুধে ভাতে থাকুক।

১১৯. ধামাধরা (চাটুকারিতা) – জলিল তো বড় সাহেবের ধামা ধরা - ও কি আর আমাদের সঙ্গে থাকবে।

১২০. ধরাকে সরা জ্ঞান করা (তুচ্ছ জ্ঞান করা) হঠাৎ কিছু কাঁচা পয়সা হাতে এসেছে বলে ধরাকে তুমি সরা জ্ঞান করতে শুরু করেছো।

১২১. ননীর পুতুল (শ্রম বিমুখ অপদার্থ) – ছেলেগুলোকে অতিরিক্ত আদর দিয়ে ননীর পুতুল করে তুলেছ, ওরা জীবন পথে চলবে কি করে!

১২২. নেই আঁকড়া (নাছোড়বান্দা) – পড়েছি নেই আঁকড়াদের হাতে চাঁদা না দিয়ে কি রক্ষে আছে।

১২৩. পটল তোলা (কু ব্যক্তির মৃত্যু) লোকটি সাপের কামড়ে পটল তুলেছে।

১২৪. পরের ধনে পোদ্দারি (পরের টাকায় বাহাদুরি) – পরের ধনে পোদ্দারি সবাই করতে পারে - নিজের টাকা খরচ করে করলে বুঝতাম বাহাদুরি।

১২৫. পুকুর চুরি (ব্যাপক চুরি) – একটু আধটু হলে না হয় বুঝতাম, এ যে পুকুর চুরি - গোটা প্রতিষ্ঠানটাই বেমালুম গায়েব।

১২৬. পোয়াবারো (সুসময়) – মিলের ম্যানেজার অফিসে নেই ছোটকর্তার তো এখন পোয়াবারো।

১২৭. পায়াভারী (অহঙ্কার) এম.এতে ভাল রেজাল্ট করে তোমার পায়াভারী হয়েছে বুঝি।

১২৮. পাথরে পাঁচ কিল (নিরাপদ ও উন্নত অবস্থা) – নিজে মোটা মাইনের চাকরি কর, ব্যবসা থেকে প্রচুর আয় আসছে, তোমার তো এখন পাথরে পাঁচ কিল।

১২৯. পুঁটি মাছের প্রাণ (ক্ষীণ প্রাণ) – ওতো পুঁটি মাছের প্রাণ - ওকে ধমক ধামক দিয়ে কি লাভ।

১৩০. ফতো নবাব (নবাবী চালের নির্ধন ব্যক্তি) ওর পোশাক আশাক দেখে ভুলো না ও একটা ফতো নবাব, না আছে চাল না চুলো।

১৩১. বউ কাঁটকী (বৌকে যে জ্বালাতন করে) – বৌটিকে সারাদিন খাটায় - এমন বৌ কাঁটকী শাশুড়ী তো দেখিনি।

১৩২. বালির বাঁধ (ক্ষণস্থায়ী) বড় মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব আর বালির বাঁধ সমান - এই খুশি এই নারাজ।

১৩৩. বক ধার্মিক (ভন্ড) – লোকটি দেখতে সাধুর মত হলে কি হবে আসলে একটা বকধার্মিক - লোকের সর্বনাশ করতে জুড়ি নেই।

১৩৪. বাঁ হাতের ব্যাপার (ঘুষ) – অফিসে বাঁ হাতের ব্যাপার খুব চলছে - স্বাভাবিকভাবে কোন কাজই হতে চায় না।

১৩৫. বাঘের দুধ(দুষ্প্রাপ্য বস্তু) টাকা হলে বাঘের দুধও পাওয়া যায়।

১৩৬. বুকের পাটা (সাহস) বয়স কম হলে কি হবে, ছেলেটার বুকের পাটা আছে, না হলে তুফানের মধ্যে এত বড় নদী সাঁতরে পার হতে পারে।

১৩৭. বুদ্ধির ঢেঁকি (বোকা) ও যে বুদ্ধির ঢেঁকি, ওকে দিয়ে এ শক্ত কাজ হবে না।

১৩৮. ব্যাঙের আধুলি (অতি সামান্য ধন) – ব্যাঙের আধুলি পেয়েই এত লাফাচ্ছ – বেশি টাকা পেলে কি করবে ভেবে পাচ্ছি না।

১৩৯. ব্যাঙের সর্দি (অসম্ভব) – ডাকাতকে দেখাচ্ছ পুলিশের ভয়? ব্যাঙের কোনদিন সর্দি হয় নাকি!

১৪০. বিসমিল্লায় গলদ (গোড়ায় ভুল) অঙ্ক মিলবে কি করে, বিসমিল্লায় গলদ করে বসে আছ।

১৪১. বড় মুখ (গর্ব) – বড় মুখ করে এসেছিলাম, ফিরিয়ে দিও না মা!

১৪২. বাগে পাওয়া (কায়দামত পাওয়া) এবার তোমাকে বাগে পেয়েছি - সহজে ছাড়ছিনে।

১৪৩. বিনা মেঘে বজ্রপাত (আকস্মিক বিপদ) - পুত্রের মৃত্যু সংবাদ বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতই।

১৪৪. ভরাডুবি (সব হারান) পাটের দাম পড়ে যেয়ে ব্যবসায়ের ভরাডুবি হয়েছে – এখন একরকম সর্বস্বান্ত।

১৪৫. ভস্মে ঘি ঢালা (অপাত্রে দান) – তোমার মত অপদার্থকে অর্থসাহায্য করা আর ভস্মে ঘি ঢালা একই কথা।

১৪৬. ভুষন্ডীর কাক (দীর্ঘায়ু) – ভুষন্ডীর কাক এই বুড়িটা মরেও না, তার রোগ শোকও ভাল হয় না।

১৪৭. ভুঁইফোড় (অর্বাচীন) – রবীন্দ্রনাথের নাটক নির্বাচন না করে ভুঁইফোড় লেখকের নাটক নির্বাচন করেছ কেন?

১৪৮. ভিজা বিড়াল (কপট) ওতো একটা ভিজা বিড়াল, চেহারা শান্ত হলেও পেটে যত শয়তানি বুদ্ধি।

১৪৯. ভিটায় ঘুঘু চরান (সর্বনাশ করা) – তুমি আমার পিছনে লেগেছো - তোমারও ভিটায় ঘুঘু চরিয়ে ছাড়বো।

১৫০. মাছের মা (নির্মম) – তুমি তো মাছের মা, নিজের ছেলের জন্যও তোমার মায়া মমতা নাই।

১৫১. মগের মুল্লুক (অরাজকতা) – এ কি মগের মুল্লুক পেয়েছ যে যা খুশি তাই করবে।

১৫২. মান্ধাতার আমল (পুরানো আমল) মান্ধাতার আমলের নয় আধুনিক বিজ্ঞান-নির্ভর চাষাবাদ করে দেশকে খাদ্যে স্বনির্ভর করতে হবে।

১৫৩. মিছরির ছুরি (মিষ্টি কথায় তীক্ষ্ণ আঘাত) – তার কথা শোনায় মধুর কিন্তু বুকে বেঁধে - একেই বলে মিছরির ছুরি।

১৫৪. মাকাল ফল (অন্তঃসারশুন্য) – দেখতে সুন্দর হলে কি হবে, আসলে ও মাকাল ফল, গুণ বলতে কিছু নেই।

১৫৫. মাৎস্য ন্যায় (শোষণ নীতি) এখনও মাৎস্য ন্যায়ের যুগ চলছে - বড় ছোটকে শোষণ করতে দ্বিধা করে না।

১৫৬. রাঘব বোয়াল (অতি লোভী) ওতো একটা রাঘব বোয়াল সুযোগ পেলে সহায় সম্পত্তি সবই গিলে খাবে।

১৫৭. রুই-কাতলা (গণমান্য লোক) এখানে অনেক রুই-কাতলা এসেছিল আমার মত সামান্য লোকের জায়গা হবে কি করে?

১৫৮. লেফাফা দুরস্ত (বাইরে ঠাট) – লোকটা পোশাকে আশাকে লেফাফাদুরস্ত কিন্তু লেখাপড়া একটুও জানে না।

১৫৯. শাঁখের করাত (উভয় সঙ্কট) আমার হয়েছে শাঁখের করাত – এখন হ্যা বললেও বিপদ না বললেও বিপদ।

১৬০. শিরে সংক্রান্তি (আসন্ন বিপদ) সামনে মাসে চাকুরি থেকে অবসর নেব, এখন আমার শিরে সংক্রান্তি; তোমার সঙ্গে বসে আড্ডা দেবার সময় নেই আমার।

১৬১. শত্রুর মুখে ছাই (লোকের কুদৃষ্টি এড়িয়ে) শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে আমার সংসার ধনে জনে ভরা।

১৬২. ষোলকলা (সম্পূর্ণ) জীবনে যা কাম্য সবই পেয়েছেন তিনি– বলা চলে ষোলকলা পূর্ণ হয়েছে তাঁর।

১৬৩. সোনায় সোহাগা (সুন্দর মিলন) – যেমন বর তেমন কনে - একেই বলে সোনায় সোহাগা।

১৬৪. সাপে নেউলে (শত্রুভাব) দু ভাইয়ে এখন সাপে-নেউলে ভাব কেউ কারো মুখদর্শন পর্যন্ত করে না।

১৬৫. হ-য-ব-র-ল (বিশৃঙ্খলা) – অফিসের ফাইলপত্র সব হ-য-ব-র-ল হয়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে প্রয়োজনের কাগজটি কি এত সহজেই পাওয়া যাবে।

১৬৬. হাতে খড়ি (আরম্ভ) ব্যবসায়ে ছেলেটার হাতে খড়ি দিলাম কিছু করে খেতে হবে তো।

১৬৭. হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গা (গোপন কথা প্রকাশ করা) তুমি ভালই ভালই টাকাটা ফেরত দাও না হলে হাটে হাঁড়ি ভেঙে দেব– তোমার সব গোপন কথাই আমার জানা।

১৬৮. হাতটান (চুরির অভ্যাস) চাকরটার হাত টানের অভ্যাস আছে- জিনিষগুলো আগলে রেখো।

১৬৯. হরিষে বিষাদ (আনন্দে বিষাদ) যেদিন চাকরি পাবার খবর এল তার পরের দিনই বাবা মারা গেলেন – এ যে হরিষে বিষাদ।

১৭০. হস্তীমূর্খ (বোকা) – তুমি একটা হস্তীমুর্খ - দেহ বিরাট হলে কি হবে মাথায় একটুও বুদ্ধি নেই তোমার।

১৭১. হাড়ে বাতাস লাগা (শান্তি পাওয়া) চোরটা মরেছে; এবার গাঁয়ের লোকের হাড়ে বাতাস লাগবে।

১৭২. হা পিত্যেশ (আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করা) সেই সকাল থেকে তোমার জন্য হা পিত্যেশ করে বসে আছি আর তুমি এলে কিনা রাত দশটায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১। বাগধারা বলতে কি বোঝায় লিখুন।

যে বাগধারাগুলো এই প্রথম জানলেন, তার মধ্য থেকে ১০টি বাগধারা এখানে লিখুন।

৩। নিচের বাগধারাগুলোর ডানে অর্থ লিখুন।

বাগধারা	অর্থ	বাগধারা	অর্থ
বিসমিল্লায় গলদ		অহিনকুল	
হাপিত্যেশ		ওষুধ ধরা	
ইতর বিশেষ		গোঁফ খেজুরে	
কান ভারি করা		অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী	
ছা পোষা		চক্ষুদান করা	
দহরম মহরম		বাঘের দুধ	
অর্ধচন্দ্র দান		লেফাফা দুরস্ত	
পোয়াবারো		মাছের মা	
বিনা মেঘে বজ্রপাত		হাতটান	
খয়ের খাঁ		আমড়াগাছি করা	
আকাশপাতাল		পরের ধনে পোদ্দারি	
অর্ধচন্দ্র দান		হরিষে বিষাদ	

কারক ও বিভক্তি

ইউনিট ১২

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি

- কারকের সংজ্ঞা ও প্রকৃতির পরিচয় লিখতে পারবেন।
- বিভক্তির পরিচয় বর্ণনা করতে পারবেন।
- বাংলা ভাষায় বিভক্তির প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

কারক সম্বন্ধে সাধারণ আলোচনা

বাংলা ব্যাকরণে 'কারক' একটি সুপরিচিত প্রসঙ্গ। কারক শব্দটির অর্থ, যে কোন কাজ বা ক্রিয়া সম্পাদন করে। বাক্যে কর্তাই ক্রিয়া সম্পাদন করে। সুতরাং কর্তাই কারক এই রকম মনে হতে পারে। কিন্তু ব্যাকরণে শুধু কর্তাই কারক নয়। কর্তা কি করছে, কার সাহায্যে করছে, কোথায় করছে অর্থাৎ ক্রিয়া সম্পাদনের অবলম্বন, উপকরন, হেতু স্থান, কাল ইত্যাদি সব কিছুই এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়। ক্রিয়া সম্পাদনে ক্রিয়ার সঙ্গে ঐ সব ব্যক্তি, বস্তু, স্থান, কাল ইত্যাদির যে সম্পর্ক রয়েছে ব্যাকরণে তা কারক নামে অভিহিত।

একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে বিষয়টি বোঝানো যেতে পারে। যেমন– সে আগামী কাল সকালে পুকুরে জাল দিয়ে মাছ ধরবে। এই বাক্যে ক্রিয়া 'ধরবে'। ক্রিয়াটি সম্পাদন করছে সে', কি ধরবে? মাছ; কোথায় ধরবে? জাল দিয়ে। তাহলে বোঝা যাচ্ছে, ক্রিয়ার সঙ্গে নানা কিছুর সম্পর্ক রয়েছে। এই সম্পর্কগুলিই কারক। ব্যাকরণের পরিভাষায় সম্পর্ককে 'অন্বয়'ও বলা হয়। লক্ষণীয়, বাক্যে ক্রিয়াপদের সঙ্গে নানা দিক দিয়ে সম্পর্ক রয়েছে বিশেষ্য বা বিশেষ্য স্থানীয় সর্বনাম পদের। এগুলোকে নাম পদও বলা হয়।

কারকের সংজ্ঞা

বাক্যস্থিত ক্রিয়াপদের সঙ্গে নাম পদের যে সম্পর্ক বা অন্বয় তাকে বলা হয় কারক।

বিভক্তি

বাক্যের শব্দগুলোর নির্দিষ্ট বিন্যাস থাকে। বিন্যাসই সমগ্র বাক্যের অর্থ করে দেয়। দেখা যায় বাক্যের যথাযথ অর্থ জ্ঞাপনের জন্য বাক্যস্থিত নাম শব্দগুলোর সঙ্গে কখনো কখনো বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি যুক্ত হয়ে থাকে। এই বর্ণ বা বর্ণ সমষ্টির নাম বিভক্তি। বাংলা বাক্যের পদগুলির পারাররিক সম্পর্কের ভিত্তিতে কারক নির্দেশের জন্য এই বিভক্তিগুলির সবিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। অনেক সময় বিভক্তির প্রয়োজন পড়ে না। বিভক্তি না থাকলে শন্য বিভক্তি (০) ধরে নিতে হয়। যেমন-

সন্ধ্যায় আকাশে চাঁদ উঠেছে।

এই বাক্যে তিনটি নাম শব্দ আছে – সন্ধ্যা, আকাশ, চাঁদ। আর 'উঠেছে' হল ক্রিয়াপদ। সমগ্র বাক্যটির অর্থ গ্রাহ্যতার জন্য 'সন্ধ্যা শব্দের সঙ্গে 'য়' 'আকাশ' শব্দের সঙ্গে 'এ' যুক্ত হয়েছে। 'য়, 'এ' হল বিভক্তি। চাঁদ-এর সঙ্গে কোন বর্ণ

যুক্ত হয়নি প্রয়োজন নেই বলে। কিন্তু ব্যাকরণ মতে সেখানেও বিভক্তি আছে, তবে তা শন্য (০)। শন্য (০) বিভক্তিকে অ-বিভক্তিও বলা হয়। সমগ্র বাক্যটির সজ্জা এই রকম,

সন্ধ্যায় আকাশে চাঁদ উঠেছে
সন্ধ্যা+য় আকাশ+এ চাঁদ+০ উঠেছে।

এই বাক্যের বিভক্ত অংশগুলোই (য়, এ, ০) বিভক্তি। তাহলে বিভক্তির সংজ্ঞা হল এইরূপ।

বাক্যে ব্যবহৃত যে বর্ণ বা বর্ণ সমষ্টি বাক্যের অর্থগ্রাহ্যতায় সাহায্য করে তাদের বিভক্তি বলা হয়।

অনেক সময় বাক্যে বিভক্তির বদলে বিভক্তি স্থানীয় শব্দ ও ব্যবহৃত হয়। এগুলি বিভক্তিরই কাজ করে। যেমন,
আমি ছেলেগুলিকে রাস্তা দিয়ে যেতে দেখলাম।
কিংবা, সে ঢাকা থেকে এসেছে।

উপরের দুটি বাক্যে 'দিয়ে' ও 'থেকে' বিভক্তি স্থানীয় শব্দ। এগুলোকে অনুসর্গ বা কর্মপ্রবচনীয় বলা হয়। তাহলে অনুসর্গের সংজ্ঞা হল,

বাংলা বাক্যে যে অব্যয়জাতীয় শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়ে বিভক্তির ন্যায় বাক্যের অর্থ প্রকাশে সাহায্য করে সেগুলোকে অনুসর্গ বা কর্মপ্রবচনীয় বলে।

বিভক্তির প্রয়োজনীয়তা

বাংলায় অনেক বাক্য রয়েছে যেগুলোতে ক্রিয়াপদ নেই। যেমন,

মাঠে মাঠে অজস্র ফসল।

ছোট ছোট ডিঙি নৌকাগুলো নদীতে ভাসমান।

এই জাতীয় ক্রিয়াহীন অনেক বাক্য বাংলায় রয়েছে। ক্রিয়া নেই বলে এই বাক্যগুলোর অন্তর্গত নাম শব্দগুলোর কারকও নেই। সেজন্য বলা হয় বাংলা বাক্য কারক প্রধান নয়। কিন্তু বিভক্তি ছাড়া বাংলা বাক্য ঠিকভাবে গঠিত হতে পারে না এবং বাক্যও অর্থগ্রাহ্য হয় না। উপরের দুটি বাক্যের বিভক্তি তুলে নিলে বাক্যগুলো যথাযথ অর্থ প্রকাশ করবে না। 'মাঠ মাঠ অজস্র ফসল কিংবা' ছোট ছোট ডিঙি নৌকাগুলো নদী ভাসমান' বাক্য হিসেবে ত্রুটিপূর্ণ। প্রথম বাক্যে 'এ' বিভক্তি (মাঠ+এ), দ্বিতীয় বাক্যে 'তে' বিভক্তি (নদী+তে) বাক্য দুটির বিন্যাস ও অর্থ ঠিক করে দিয়েছে। 'গাছের পাতায় রাতের শিশির লেগে আছে'– এই বাক্যেও আমরা দেখছি এর বিভক্তি [গাছ+এর, রাত+এর] ও 'য়' বিভক্তি [পাতা+য়] বাক্যটিকে সম্পূর্ণ অর্থগ্রাহ্য করেছে। নতুবা গাছ পাতা রাত শিশির' কোন বাক্য নয়। তাহলে বোঝা যাচ্ছে, বিভক্তি বাক্যের অন্তর্গত শব্দ অর্থাৎ পদগুলোর মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টি করে এবং বাক্যের অর্থ নির্দিষ্ট করে। সেজন্য বাংলা বাক্য বিভক্তি প্রধান। এর থেকে বাংলা বাক্যে বিভক্তির প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করা যায়। অবশ্য সব সময় বিভক্তি দিয়ে বাংলা ভাষা ভাব প্রকাশ করতে পারে না, সে সব ক্ষেত্রে বিভক্তির স্থানে বিভক্তি স্থানীয় শব্দগুলো যেমন 'দ্বারা' 'দিয়ে' 'কর্তৃক', 'হতে', 'থেকে, চেয়ে ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। বিভক্তি স্থানীয় অনুসর্গ বা কর্মপ্রবচনীয়ের কথা পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে।

বাংলা বিভক্তি

বাংলা বিভক্তিগুলি নিম্নরূপ

১) শন্য (০) বা অ-বিভক্তি (২) এ-বিভক্তি

৩) 'তে' বিভক্তি ৪) 'কে' বিভক্তি

৫) 'রে' বিভক্তি

এই বিভক্তিগুলোর মধ্যে প্রথম পাঁচটি বাক্যের কারক সম্বন্ধ নির্ণয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়; শেষেরটি অর্থাৎ 'র' বা 'এর' বিভক্তি সম্বন্ধ পদ নির্দেশের জন্য ব্যবহৃত হয়। সংস্কৃত ভাষার মতো বাংলায় প্রত্যেক কারকের জন্য নির্দিষ্ট বিভক্তি নেই। বাংলা বিভক্তিগুলি কমবেশি প্রায় প্রত্যেক কারকে ব্যবহৃত হতে পারে। সেজন্য বিভক্তি দিয়ে বাংলা কারক চেনা যায় না, বাক্যের ক্রিয়া পদের সঙ্গে নাম পদগুলোর অর্থাৎ বিশেষ্য ও সর্বনামপদগুলোর সম্বন্ধ স্থির করে বাংলা কারক নির্ণয় করতে হয়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, বাংলা বিভক্তিগুলোর এক বচন রূপ আছে, বহুবচন নেই। বাংলায় একবচনে ও বহুবচনে একই বিভক্তি দেখা যায়। বহুবচনের চিহ্ন জ্ঞাপক কিছু বর্ণ সমষ্টি দেখা যায়, সেগুলি বহুবচনের রূপ মাত্র, বিভক্তি নয়। যেমন–

মানুষ+গুলো+কে = মানুষগুলোকে; এখানে বিভক্তি 'কে', গুলো বিভক্তি নয়।

নদী+গুলো+তে = নদীগুলোতে; এখানে বিভক্তি 'তে'।

প্রত্যেক কারকের জন্য বিভক্তিকে সাতভাগে ভাগ করা হয়েছে। এগুলো

বিভক্তির নাম	বিভক্তির রূপ
প্রথমা	শন্য (০), অ
দ্বিতীয়া	কে, রে (এরে)
তৃতীয়া	দ্বারা, দিয়া, কর্তৃক[বিভক্তি স্থানীয় অনুসর্গ]
চতুর্থী	কে, রে (এরে) [দ্বিতীয়ার মতো]
পঞ্চমী	হতে, থেকে, চেয়ে [বিভক্তি স্থানীয় অনুসর্গ]
ষষ্ঠী	র, এর
সপ্তমী	এ, য়, তে, এতে

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১. কারক বলতে কি বোঝায়? কারকের সংজ্ঞা দিন।

২. বিভক্তি কাকে বলে? বিভক্তি কেন ব্যবহৃত হয়?

৩. বিভক্তি স্থানীয় শব্দগুলো কি? এগুলোর কি কাজ?

৪. বাংলা ভাষায় বিভক্তির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে লিখুন।

৫. বাংলা বাক্য কারক প্রধান নয়, বিভক্তি প্রধান- কথাটি বুঝিয়ে দিন।

৬. বাংলা বিভক্তিগুলির পরিচয় দিন।

৭. বুঝিয়ে দিন

শন্য (০) বিভক্তি, অনুসর্গ

পাঠ ২ ঃ কারকের বিভক্তি

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- কারক কয় প্রকার ও কি কি তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- প্রত্যেক কারকের সংজ্ঞা ও বিবরণ লিখতে পারবেন।
- বিভক্তিগুলোর প্রয়োগ সম্বন্ধে অবহিত হবেন।

কারকের শ্রেণীবিভাগ

পূর্বে জেনেছেন যে, বাক্যের ক্রিয়া পদের সঙ্গে নাম পদের অর্থাৎ বিশেষ্য ও সর্বনাম পদের সম্পর্ক বা অন্বয়কে কারক বলে। বাংলা বাক্যগুলোতে দেখা যায় এই সম্পর্ক ছয় প্রকারের হতে পারে। সেজন্য কারক ছয় প্রকার। যেমন–

১. কর্তৃ কারক
২. কর্ম কারক
৩. করণ কারক
৪. সম্প্রদান কারক
৫. অপাদান কারক
৬. অধিকরণ কারক

কর্তৃকারক

সংজ্ঞা

বাক্যে যে ক্রিয়া সম্পাদান করে তাকে বলা হয় কর্তা এবং এই কর্তার সঙ্গে ক্রিয়ার যে সম্পর্ক তাকে বলা হয় কর্তৃকারক।

'উপমা পড়ছে' এই বাক্যে উপমা হল কর্তা।

ক্রিয়াকে 'কে' বা 'কারা' প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাওয়া যায় তাই কর্তৃকারক। সাগর দৌড়াচ্ছে – কে দৌড়াচ্ছে? সাগর। সুতরাং 'সাগর' কর্তৃকারক। তারা হাঁটছে – কারা হাঁটছে? তারা। 'তারা' কর্তৃ কারক।

নানা রকম কর্তৃকারক

বাক্যের ক্রিয়া সম্পাদনের রীতি ও বৈশিষ্ট্য বিচারে দেখা যায় বাক্যের কর্তা কয়েক রকম।

ক) মুখ্য কর্তা ঃ যে বা যারা নিজেই ক্রিয়া সম্পাদন করে তাকে বা তাদের বলা হয় মুখ্য কর্তা। যেমন,

শৈলী রান্না করছে।

কৃষকেরা ফসল কাটছে।

এখানে 'শৈলী ও 'কৃষকেরা' মুখ্য কর্তা

খ) প্রযোজক কর্তা ঃ মুখ্য কর্তা যখন অন্যকে দিয়ে ক্রিয়া সম্পাদন করায় তখন মুখ্য কর্তাকে বলা হয় প্রযোজক কর্তা। যেমন,

কৃষক গরু দিয়ে চাষ করায়।

এই বাক্যে 'কৃষক' প্রযোজক কর্তা।

গ) প্রযোজ্য কর্তা ঃ যাকে দিয়ে মুখ্য কর্তার কাজ সম্পাদিত হয় তাকে বলা হয় প্রযোজ্য কর্তা।

মিতা ছোট বাচ্চাটিকে হাটাচ্ছে।

এখানে 'বাচ্চাটি' হল প্রযোজ্য কর্তা।

বাক্যের বাচ্য বা প্রকাশভঙ্গি অনুসারে আরো কয়েক রকম কর্তার রূপ বোঝা যায়। যেমন-

কর্মবাচ্যের কর্তা – আমাকে যেতে হবে।

ভাব বাচ্যের কর্তা – তার বোধ হয় খাওয়া হয়নি।

কর্মকর্তৃবাচ্যের কর্তা – ঝড় আসছে। বাড়িগুলো ভেঙে পড়বে।

কর্তৃকারকে বিভক্তির ব্যবহার ঃ কর্তৃকারকে সাধারণত শন্য (০) বা অ-বিভক্তিই ব্যবহৃত হয়। তবে অন্যান্য বিভক্তির ব্যবহারও রীতিসিদ্ধ। যেমন–

কর্তৃকারকে শন্য (০)

বা অ-বিভক্তি	ঃ	মিতা খেলছে
এ-বিভক্তি	ঃ	শাড়িটি চোরে নিয়ে গেছে।
য়-বিভক্তি	ঃ	ঘোড়ায় গাড়ি টানে।
তে-বিভক্তি	ঃ	পাখিতে ধান খেয়েছে।
কে-বিভক্তি	ঃ	আমাকে যেতেই হবে।
র-বিভক্তি	ঃ	শেষ পর্যন্ত আমার যাওয়া হল না।
দ্বারা (অনুসর্গ)	ঃ	তোমা দ্বারা এ কাজ হবে না।
কর্তৃক (অনুসর্গ)	ঃ	নজরুল কর্তৃক অগ্নিবীণা রচিত হয়েছে।

কর্মকারক

সংজ্ঞা

কর্তা যাকে অবলম্বন করে ক্রিয়া সম্পাদন করে তাকে কর্মকারক বলে।

ক্রিয়াকে 'কি' বা 'কাকে' জিজ্ঞেস করে যে উত্তর পাওয়া যায় তা কর্ম এবং ক্রিয়া পদের সঙ্গে কর্মের সম্বন্ধই কর্মকারক।

সে ফল কিনছে – সে কি কিনছে? ফল। সুতরাং ফল কর্মকারক।

রত্না অর্ককে মারছে – রত্না কাকে মারছে? অর্ককে। 'অর্ক", কর্মকারক।

কোন কোন ক্রিয়ার দুটি কর্ম থাকে। এর একটিকে বলা হয় মুখ্য কর্ম অন্যটি গৌণ কর্ম। বোঝাই যায়, গৌণ কর্মের চেয়ে মুখ্য কর্মের গুরুত্ব বেশি। মুখ কর্ম দিয়েই ক্রিয়ার কাজ পূর্ণ হয়। সাধারণত মুখ্য কর্ম বস্তুবাচক এবং গৌণ কর্ম ব্যক্তিবাচক বা প্রাণিবাচক হয়ে থাকে। যেমন,

শিক্ষক ছাত্রকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন।
এই বাক্যে 'প্রশ্ন' মুখ্য কর্ম, ছাত্র গৌণ কর্ম।

কর্মকারকে বিভক্তির ব্যবহার ঃ
সাধারণত কর্মকারকে কে, রে দ্বিতীয়া বিভক্তির প্রয়োগ হয়ে থাকে। তবে অন্য বিভক্তিগুলোও প্রয়োগ হয়।

কর্মকারকে শন্য (০) বা অ বিভক্তি– সে বই পড়ে।
কর্মকারকে কে-বিভক্তি – আমার ছেলেকে বকবে না।
কর্মকারকে কে রে-বিভক্তি – তারে ডেকে আন।
কর্মকারকে য়-বিভক্তি – তোমায় আমি চাই।
কর্মকারকে এ-বিভক্তি – বৃথা গঞ্জ দশাননে
কর্মকারকে র-বিভক্তি – আমার দেখা পাবে না।

করণ কারক

সংজ্ঞা

যার দ্বারা বা যার সাহায্যে ক্রিয়া সম্পাদিত হয় তাকে করণ কারক বলে।

'করণ' শব্দের অর্থ উপায় বা সহায়। বাক্যের ক্রিয়াপদকে 'কার দ্বারা' বা কি উপায়ে জিজ্ঞাসা করলে যে উত্তর পাওয়া যায় তা-ই করণ কারক।
নীলু ফুল দিয়ে ঘর সাজায়। – নীলু কি দিয়ে ঘর সাজায়? ফুল দিয়ে সুতরাং 'ফুল' করণ কারক।
কাঠুরে কুড়াল দ্বারা গাছ কাটে। – কাঠুরে কি দ্বারা গাছ কাটে? কুড়াল দ্বারা। 'কুড়াল' করণ কারক।
করণ কারকে বিভক্তির ব্যবহার ঃ – করণ কারকে সাধারনত দ্বারা, দিয়া, কর্তৃক ইত্যাদি তৃতীয়া বিভক্তির (অনুসর্গের) ব্যবহার হয়। তবে অন্য বিভক্তিগুলোরও প্রয়োগ রয়েছে।

করণ কারকে 'দ্বারা বিভক্তি (অনুসর্গ) – তোমাদের দ্বারা দেশের ক্ষতি হবে।
করণ কারকে 'দিয়া' বিভক্তি (অনুসর্গ) – তোমার লোক দিয়ে কাজটা করাবে।
করণ কারকে শণ (০) বা অ-বিভক্তি – রফিক তাস খেলে।
করণ কারকে এ-বিভক্তি – গ্যাসে গাড়ি চলে।
করণ কারকে য়-বিভক্তি – টাকায় টাকা হয়।
করণ কারকে তে-বিভক্তি – তার কথা যেন মধুতে মাখা

সম্প্রদান কারক

সংজ্ঞা

যার জন্য বা যার উদ্দেশ্যে স্বত্ব ত্যাগ করে কিছু দেওয়া যায় তাকে সম্প্রদান কারক বলে।

গরীবের মেয়েটিকে ভাত দাও। – এই বাক্যে গরীবের মেয়েটিকে সম্প্রদান কারক।

আধুনিক ব্যাকরণবিদেরা সম্প্রদান কারক স্বীকার করতে চান না। তাঁদের মতে এটি কর্মকারকের অন্তর্ভুক্ত থাকা উচিত। তবু প্রথাগত বাংলা ব্যাকরণে সম্প্রদান কারক আছে।

সম্প্রদান কারকে কে, রে চতুর্থী বিভক্তির ব্যবহার হয়। অন্য দু'একটি বিভক্তিরও প্রয়োগ রয়েছে।

সম্প্রদান কারকে কে-বিভক্তি - তাঁকে আমার সালাম জানাবে।

সম্প্রদান কারকে রে-বিভক্তি - হে দেবতা, তোমারে করব না পূজা।

সম্প্রদান কারকেএ-বিভক্তি - ঘরহীনে ঘর দাও।

সম্প্রদান কারকে য়-বিভক্তি - তোমায় কেন দিই নি আমি, সকল শন্য করে।

সম্প্রদান কারকে তে-বিভক্তি - সমিতিতে চাঁদা দিয়েছি।

সম্প্রদান কারকে র-বিভক্তি - আল্লাহর এবাদত কর।

অপাদান কারক

সংজ্ঞা

যা থেকে বা যা হতে ক্রিয়া সম্পদিত হয় এবং ক্রিয়ার বিচিত্র ভাবের প্রকাশ ঘটে তাকে অপাদান কারক বলে।

লাবলু সেদিন ঢাকা থেকে চাঁটগা গিয়েছিল। - এ বাক্যে 'যাওয়া' ক্রিয়া সম্পাদিত হয়েছিল ঢাকা থেকে।

আখ হতে গুড় হয়। - এই বাক্যে গুড় হওয়ার কাজটি সম্পন্ন হয় 'আখ' হতে।

সুতরাং 'ঢাকা' ও 'আখ' অপাদান কারক।

অপাদান কারকে ক্রিয়া সম্পাদনের আরও কিছু নমুনা

স্থান – বাসের ছাদ থেকে সে পড়ে গেল।

জাল – পরশু থেকে বিছানায় পড়ে রয়েছি, খুব জ্বর।

অবস্থা – কোথা হতে আশ্বাস পাব বলে মনে হয় না।

দূরত্ব – ঢাকা থেকে কুমিল্লার দূরত্ব একশ কিলোমিটারের মতো।

তারতম্য – সুখের চেয়ে স্বস্তি ভালো।

অপাদান কারকে বিভক্তির ব্যবহার ঃ

অপাদান কারকে সাধারনত 'হতে', থেকে, চেয়ে' ইত্যাদি বিভক্তি স্থানীয় অনুসর্গের ব্যবহার হয়। অপরাপর বিভক্তিগুলোর প্রয়োগও অপাদান কারকে রয়েছে।

অপাদান কারকে 'হতে' বিভক্তি (অনুসর্গ) - সরষে হতে তেল হয়।
অপাদান কারকে 'থেকে বিভক্তি (অনুসর্গ) - কোথা থেকে এসেছে
অপাদান কারকে 'চেয়ে বিভক্তি (অনুসর্গ) - ফরিদের চেয়ে মুরিদ বয়সে বড়
অপাদান কারকে শন্য (০) বা অ-বিভক্তি - সে একজন জেল পলাতক আসামী।
অপাদান কারকে এ-বিভক্তি - বিপদে মোরে রক্ষা কর।
অপাদান কারকে য়-বিভক্তি - পড়ায় বিরত হয়ো না।
অপাদান কারকে তে-বিভক্তি - জমিতে বেশ ধান পেয়েছি।
অপাদান কারকে কে-বিভক্তি - ছোট মামাকে বড় ভয় পাই।
অপাদান কারকে র-বিভক্তি - জঙ্গলে সাপের ভয় আছে।

অধিকরণ কারক

সংজ্ঞা

যে আধার বা আশ্রয়কে (স্থান, কাল, অবস্থা ইত্যাদি) অবলম্বন করে ক্রিয়া সম্পাদিত হয় তাকে অধিকরণ কারক বলে।

'বন্যেরা বনেই সুন্দর থাকে। - এই বাক্যে ক্রিয়া সম্পাদনের আধার হল বন। সেজন্য 'বনেই' অধিকরণ কারক।
অধিকরণ কারক তিন প্রকার
১) স্থানাধিকরণ
২) কালাধিকরণ
৩) ভাবাধিকরণ বা বিষয়াধিকরণ

১) স্থানাধিকারণ ঃ টেবিলে বইটি খোলা রয়েছে।
পুকুরে মাছ আছে।
শরীরে বেদনা বোধ করছি।
এখন পৃথিবীর সকল দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে।
সুন্দরবনে বেড়িয়ে আস।
২) কালাধিকরণ প্রতিদিন সকালে সূর্য ওঠে।
গত রাতে ঝড় হয়েছে।
দুই দিনে কাজটা শেষ করব।
এ বছরে ভালো ফসল হবে মনে হয়।
তিন ঘন্টায় বাড়ি পৌঁছালাম।
৩) ভাবাধিকরণ বা বিষয়াধিকরণ
মিত্রা জীববিজ্ঞানে তেমন ভালো নয়।
মুক্তিযোদ্ধারা সাহসে দুর্জয়।
রহমান বেজায় কষ্টে পড়েছে।
বিষয় আশয়ে তার যথেষ্ট আসক্তি রয়েছে।
স্বভাব চরিত্রে ভালো হতে হবে।

অধিররণ কারকে বিভক্তির ব্যবহার

অধিকরন কারকে প্রায়শ এ, য়, তে সপ্তমী বিভক্তির ব্যবহার হয়। তবে অন্য দু'একটি বিভক্তির ব্যবহার হয়। তবে অন্য দু'একটি বিভক্তি ও অনুসর্গের ব্যবহারও দেখা যায়।

অধিকরণ কারকে 'এ'-বিভক্তি - দুয়ারে প্রস্তুত গাড়ি

অধিকরণ কারকে 'য়' - বিভক্তি - পাতায় পাতায় পড়ে নিশির শিশির।

অধিকরণ কারকে 'তে'-বিভক্তি - ঘরেতে ভ্রমর এল গুণ গুনিয়ে।

অধিকরণ কারকে শন্য (০) বা 'অ' বিভক্তি - শুক্রবার কলেজ বন্ধ থাকে।

অধিকরণ কারকে মধ্যে অনুসর্গ - সে ঘরের মধ্যে আছে

অধিকরণ কারকে 'মাজে' অনুসর্গ - তোমার মাঝে সে আপন জনকে খুঁজে পেয়েছি।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

১. কারক কয় প্রকার ও কি কি?
২. কর্তৃকারকের সংজ্ঞা লিখুন এবং কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিন।
৩. কত রকম কর্তৃকারক হতে পারে তার দৃষ্টান্ত দিন।
৪. কর্মকারক কাকে বলে? কোনটি মুখ্য কর্ম আর কোনটি গৌণ কর্ম?
৫. করণ কারকের সংজ্ঞা দিন এবং কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিন।
৬. একই রকম মনে হলেও কর্ম কারক ও সম্প্রদান কারকের মধ্যে পার্থক্য কি? বুঝিয়ে লিখুন।
৭. উদাহরণসহ অপাদান কারকের সংজ্ঞা দিন এবং অপাদান কারকের প্রয়োগ বৈচিত্র্য দেখান।
৮. অধিকরণ কারকের সংজ্ঞা দিন। অধিকরণ কারক কয় প্রকার ও কি কি? প্রত্যেক প্রকারের অধিকরণের দুটি করে উদাহরণ দিন।
৯. সকল কারকে শন্য (০) বিভক্তির প্রয়োগ দেখান।

উত্তর

কর্তৃকারকে শন্য (০) বিভক্তি – অভ্র ঘুমায়

কর্মকারকে শন্য (০) বিভক্তি – গরু লাঙল টানে

করন কারকে শন্য (০) বিভক্তি – চোরটাকে লাঠি মার

অপাদান কারকে শন্য (০) বিভক্তি – ট্রেন স্টেশন ছেড়েছে

অধিকরণ কারকে শন্য (০) বিভক্তি – মা তো বাড়ি নেই।

১০. সকল কারকে 'এ' বিভক্তির (৭মী বিভক্তির) প্রয়োগ দেখান-

উত্তর

কর্তৃকারকে এ বিভক্তি – মানুষে কথা কয়

করণ কারকে এ বিভক্তি – জিজ্ঞাসিব জনে জনে।

করণ কারকে এ বিভক্তি – ঘরটি ফুলে ফুলে সাজিয়েছে।

অপাদান কারকে এ বিভক্তি – মেঘে বৃষ্টি হয়

অধিকরণ কারকে এ বিভক্তি – আকাশে চাঁদ উঠেছে।

১১. সকল কারকে 'তে' বিভক্তির প্রয়োগ দেখান

উত্তর

কর্তৃকারকে তে বিভক্তি – বুলবুলিতে ধান খেয়েছে।
করণ কারকে তে বিভক্তি – টাকাতে সব হয় না।
অপাদান কারকে তে বিভক্তি – খনিতে কয়লা পাওয়া যায়।
অধিকরণ কারকে তে বিভক্তি – এ বাড়িতে কেউ কি নেই?

১২. নিম্নরেখ শব্দগুলোর কারক ও বিভক্তি নির্ণয় করুন ঃ

নিজের সাধনায় বড় হও – করণে ৭মী
সে কানে শোনে না – করণে ৭মী
ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া কেন? – কর্তায় ৭মী
গরীবকে সাহায্য কর – সম্প্রদানে ৪র্থী
আমাকে ভিন গাঁয়ে যেতে হবে – কর্তায় ২য়া
জোর হাওয়ায় বাড়িটি নড়ছে – করণে ৭মী

পণ্ডিত পণ্ডিতে তর্ক বেঁধেছে – কর্তায় ৭মী
তুমি কখন এসেছ? – অধিকরণে শন্য

অনেকেই আমেরিকা যায় – অধিকরণে শন্য
আল্লাহকে ডাক – কর্মে ২য়া
শুনেছি লোকটি বিলেত ফেরত – অপাদানে শন্য
ভোরে বাড়ি থেকে বের হলাম – অপাদানে ৫মী
লোকে কি বলবে – কর্তায় ৭মী
লেখাপাড়ায় মনোযোগী হও – অধিকরণে ৭মী
চোখ দিয়ে পানি পড়ে – অপাদানে ৩য়া
ফাগুনের শুরুতে কোকিল ডাকে – কর্তায় শন্য
সারাটা দিন কলেজ পালিয়ে কোথায় ছিলে ? অপাদানে শন্য
লীলা রোগে দুর্বল হয়ে পড়েছে – করণে ৭মী
সে বাগানে ফুল তুলছে – কর্মে শন্য
বশির চমৎকার ফুটবল খেলে – করণে শন্য
লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু – অপাদানে ৭মী
চোরকে বেত মারা হল – করণে শন্য
চন্ডীদাসে কয় শুন পরিচয় – কর্তায় ৭মী
ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দাও – সম্প্রদানে ৪র্থী

তুমি বই পড় – কর্মে শন্য

চোরের ভয়ে এ ব্যবস্থা নিয়েছি – অপাদানে ৬ষ্ঠী

তোমার খাওয়া হল না – কর্তায় ৬ষ্ঠী

পাগলেতে কি না বলে – কর্তায় ৭মী

১৩. নিম্নরেখ শব্দগুলোর কারক ও বিভক্তি নির্ণয় করুণ ঃ

ঘরেতে ভ্রমর এল গুণগুনিয়ে

খোকা মাকে জিজ্ঞাসা করে।

এ কলমে ভাল লেখা হয় না।

গগনে গরজে মেঘ

গাধায় পানি ঘোলা করে খায়

বোঁটা খসা ফল গাছে থাকবে কি করে?

ছুরি দিয়ে ফল কাট

পাঁচ দিন ঘুমাতে পারিনি

যেখানে বাঘের ভয় সেখানে রাত হয়।

রাতভর বৃষ্টি হল।

সে জ্বরে কাহিল হয়ে পড়েছে।

একবার চোখের দেখা দেখতে চাই

সৎপাত্রে কন্যা দান কর।

তিমি মাছ সাগরে থাকে।

মিথ্যারে কোরো না উপাসনা।

আজকাল অনেক গাড়ি গ্যাসে চলে।

তর্কে বিরত হও

চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী

তোমার বানীরে করিনি গ্রহণ ক্ষমা কর হযরত।

সাগরতীরে বসে আছি

কাঁচের জিনিস সহজে ভাঙে

পূজার ফুল কে তুলবে?

ছাগলেতে কিনা খায়।

আমি জানি কত ধানে কত চাল হয়।

পাঠ ৩ ঃ সম্বন্ধ পদ ও সম্বোধন পদ

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- সম্বন্ধ পদ ও সম্বোধন পদের সংজ্ঞা লিখতে পারবেন।
- সম্বন্ধ পদ ও সম্বোধন পদের বৈশিষ্ট্য ও কাজ সম্পর্কে একটি বর্ণনা পারবেন।

সম্বন্ধ পদ

সংজ্ঞা

বাক্যস্থিত ক্রিয়া পদের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ থাকে না এমন কোন পদের সঙ্গে নাম পদের যে অব্যবহিত সম্বন্ধ দেখা যায় তাকে সম্বন্ধ পদ বলে।

আমি তোমার বাড়ি যাব। এই বাক্যে যাব ক্রিয়া পদের সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে 'আমি' 'বাড়ি' এই দুটি নাম পদের কিন্তু তোমার পদের সঙ্গে 'যাব' কোন সম্পর্ক নেই; 'তোমার' পদটি 'বাড়ি'র সম্বন্ধীয় এবং বিশেষণজ্ঞাপক। এ কারণে 'তোমার' সম্বন্ধ পদ।

বাক্যের ক্রিয়াপদের সঙ্গে সম্বন্ধ পদের কোন সম্বন্ধ বা অন্বয় না থাকার কারণে সম্বন্ধ পদ কারক নয়।

সম্বন্ধ পদে 'র' বা 'এর' বিভক্তি যুক্ত হয়। যেমন-
আমি+র>আমার (মা)
তুমি+র > তোমার (ছোট বোন)
বাড়ি+র > বাড়ির (লোক)
মাথা+র > মাথার (চুল)
জাফর+এর > জাফরের(গাড়ি)
সাগর+এর > সাগরের (ঢেউ)
ক্ষেত+এর > ক্ষেত্রের (চাল)
ডিম+এর > ডিমের (খোসা)
ভোর+এর > ভোরের (কাগজ)
স্থান, কাল, দিক ইত্যাদি বাচক কিছু শব্দের সঙ্গে 'র' বা 'এর' পরিবর্তে সম্বন্ধসূচক 'কার' >কের ব্যবহৃত হয়।

আজি+কার = আজিকার>আজকের (খবর)
কালি+কার = কালিকার > কালকার> কালকের (কথা)
আগে+কার = আগে কার (দিন)
কখন+কারে = কার = কখনকার (ঘটনা)
ভিতর+কার = ভিতরকার (অবস্থা)
পূর্বদিক+কার = পূবদিককার (অংশ)

বাংলা ভাষায় সম্বন্ধ পদের বহুল ব্যবহার রয়েছে। সম্বন্ধ পদ বিশেষণের মতো ব্যক্তির বা বস্তুর বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করে থাকে। নানা অর্থে সম্বন্ধ পদের প্রয়োগ হয়। কয়েকটি নমুনা নিচে দেওয়া হল –

১. অধিকার সম্বন্ধ ঃ বাংলাদেশের জলভাগ, আমার বাড়ি, তোমার ঘড়ি।
২. সামীপ্য ঃ পুকুরের পাড়, সাগরের তীর
৩. অঙ্গ ঃ ঘরের ছাদ, শিশুর দাঁত
৪. কার্যকরণ ঃআগুনের তাপ, আঘাতের বেদনা

৫. নিমিত্ত ঃ পরের দুঃখ, বিয়ের সাজ
৬. উৎপাদন ঃ জমির ধান, ফার্মের মুরগি।
৭. গুণ সম্বন্ধ ঃ পাকা আমের মিষ্টতা, রান্না গোসতের স্বাদ
৮. হেতু সম্বন্ধ ঃ বিদ্যার বিনয়, রূপের অহঙ্কার
৯. উপাদান সম্বন্ধ ঃ সোনার হার, পিতলের বাটি
১০. ব্যাপ্তি সম্বন্ধ ঈদের ছুটি, দুই দিনের পথ।
১১. ক্রম সম্বন্ধ ঃ সাতের পৃষ্ঠা, বারোর ঘর
১২. কৃতিত্ব সম্বন্ধ ঃ রবীন্দ্রনাথের 'মানসী', নজরুলের 'অগ্নিবীণা'
১৩. বিশেষণ সম্বন্ধ সুখের কথা, ভিক্ষার চাল
১৪. অভেদ বা উপমা সম্বন্ধ ঃ হৃদয়ের আসন, শোকের ছায়া।
১৫. কারক সম্বন্ধ ঃ
কর্তা - আমার পড়া
কর্ম - গরীরে সেবা
করণ - লাঠির আঘাত
অপাদান - বাঘের ভয়
অধিকরণ - গ্রামের মানুষ

সম্বোধন পদ

সংজ্ঞা

আহ্বান বা সম্ভাষণ করে কিছু বলা হলে সেই উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে সম্বোধন পদ বলে।

এই যে করিম, তুমি কোথায় যাচ্ছ। এই বাক্যের বক্তা করিম নামক জনৈক মানুষকে সম্বোধন করছে। সেজন্য করিম সম্বোধন পদ। এই যে, অব্যয় জাতীয় শব্দ। এ জাতীয় বহু সম্বোধন সূচক অব্যয় শব্দ সম্বোধন পদের আগে ব্যবহৃত হয়। যেমন,

ওহে বাপু, কি করছ
হে মানুষ, নিজের কথা ভাবো
ওগো বন্ধু কেমন আছো?
ওরে দুষ্ট, তোর মনে এই ছিল?
কি রে ভাই, আমার কথা একেবারে ভুলে গেলে!

বাংলা ভাষায় একসময় সম্বোধন পদের আগে অয়ি, অরে, আলো, ওলো, গো, লো, হাঁগো, হ্যাঁগা, হ্যাদে ইত্যাদি প্রাচীন অব্যয়গুলো ব্যবহৃত হতো। কিন্তু আধুনিক বাংলা ভাষায় এগুলো ব্যবহার বেশ কমে এসেছে। সম্বোধনের উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে উহ্য রেখে শুধু অব্যয় ব্যবহার করেও সম্বোধন বাক্য তৈরি করা যায়। যেমন,

কি, তুমি যাবে?
কি রে, কোথায় ছিলি এতক্ষণ?
এই, তুই কিন্ত দেরি করবি না।
কই, আমার কথা শুনছ?

হ্যাঁরে, তোদের এখানে কি কোন ভালো মানুষ নেই?
সম্বোধন সূচক অব্যয় বাদ দিয়ে শুধু সম্বোধন পদ দিয়ে বাক্য রচনা আধুনিক বাংলা রীতি। যেমন,

আপা, আমাকে ছুটি দিন।
ভাই, কেমন আছো, তোমাকে বহুদিন দেখিনি
রশিদ, তুমি তো আমার কোন কথা শোন না।
স্যার, একটা কথা শুনবেন
খোদা, তার দিলে রহম দাও।

তৎসম শব্দে সম্বোধন পদে পরিবর্তন হয়; কিন্তু আধুনিক বাংলায় এ রকম ব্যবহার রীতিসিদ্ধ নয়। যেমন-
দীনবন্ধো। তোমার শরম নিলাম
হে মাত: সন্তানকে ভুলে গেলি।

সম্বোধন পদ বাক্যস্থিত ক্রিয়া পদের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত নয়। সেজন্য সম্বোধন পদও কারক নয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১. সম্বন্ধ পদ কাকে বলে? সম্বন্ধ পদের সংজ্ঞা দিন।
২. সম্বন্ধ পদ কারক নয় কেন? বুঝিয়ে দিন।
৩. সম্বন্ধ পদ কোন কোন অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিন।
৪. সম্বোধন পদের সংজ্ঞা দিন।
৫. সম্বোধন পদও কেন কারক নয় তার কারণ লিখুন।
৬. কয়েকটি সম্বোধন সূচক অব্যয়ের লিখুন।
৭. কোনটি সম্বন্ধ পদ এবং কোনটি সম্বোধন পদ নির্দেশ করুন।
   ক. তোমার ছোট ভাইটিকে বেশ মেধাবী মনে হল।
   খ. পাটের গুদামে আগুন লেগেছে।
   গ. ওরে আজ তোরা ঘরের বাইরে যাবি নে।
   ঘ. শাহাদাৎ, তোমার মনে এই ছিল।
   ঙ. সে তো ননীর পুতুল। একটু পরিশ্রমেই হাঁপিয়ে উঠেছে।
   চ. একবার তাকে চোখের দেখা দেখতে কাট।
   ছ. নদীর পানি একেবারেই কমে গিয়েছে।
   জ. বদমাশ। তোকে আজ আমি দেখে নেব।
   ঝ. সে আজ কতকালের কথা।
   ঞ.দেখছ না, লোকটা কেমন দৃষ্টিতে তাকাল!
৮. সম্বন্ধ পদে কোন বিভক্তির ব্যবহার হয়? ঐ বিভক্তির প্রয়োগে দশটি সম্বন্ধ পদ তৈরি করুন।

বাক্য প্রকরণ

ইউনিট ১৩

ইউনিটের উদ্দেশ্য

- বাক্য সম্পর্কে একটি ধারণা বিবৃত করতে পারবেন।
- বাক্য রচনার মৌলিক বিষয়গুলো সম্পর্কে একটি বর্ণনা দিতে পারবেন।
- বাক্যের প্রকারভেদ সম্পর্কে একটি বর্ণনা লিখতে পারবেন।

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- বাক্যের একটি সংজ্ঞার্থ লিখতে পারবেন।
- বাক্য রচনার তিনটি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা দিতে পারবেন।
- বাক্যের দুটি অংশ উদ্দেশ্য ও বিধেয় সনাক্ত করতে পারবেন।

ভূমিকা

ভাষার মৌলিক উপাদান শব্দ। কতকগুলো শব্দ একত্র হয়ে বাক্যের সৃষ্টি করে। কিন্তু কিছু শব্দ একত্র হলেই বাক্য হয় না। যদি শব্দগুলো দিয়ে বক্তার মনের ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয় তাহলেই তাকে বাক্য বলে। বাক্যে ব্যবহৃত শব্দকে পদ বলে। তাহলে বাক্যের সংজ্ঞার্থ আমরা এভাবে তৈরি করতে পারি।

যে পদ বা শব্দসমষ্টির দ্বারা কোনও বিষয়ে বক্তার মনের ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পায়; সেই পদ বা শব্দ সমষ্টিকে বাক্য বলে।

সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে এমন যে বাক্য, তাতে কমপক্ষে কর্তা ও ক্রিয়া থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে কর্তা ও ক্রিয়া উহ্য থাকতে পারে।

উদ্দেশ্য ও বিধেয়

প্রতিটি বাক্যে দুটি অংশ থাকে। একটি বাক্যের উদ্দেশ্য এবং অপরটি বিধেয়। যাকে উদ্দেশ্য করে বা যার সম্বন্ধে কিছু বলা হয় তাকে উদ্দেশ্য এবং যা বলা যায় তা বিধেয়। যেমন– ছেলেটি পড়িতেছে। এখানে ছেলেটি 'উদ্দেশ্য' এবং পড়িতেছে 'বিধেয়'।

বাক্যে 'উদ্দেশ্য' প্রথমে ও বিধেয় পরে বসে। বাক্য দীর্ঘ হলে 'উদ্দেশ্য' ও 'বিধেয়' সম্প্রসারিত হয়। যেমন–

উদ্দেশ্যের সম্প্রসারণ

সম্প্রসারণ	উদ্দেশ্য	বিধেয়
মতিনের	ভাই	এসেছে
অত্যাচারি	রাজা	নিহত হয়েছে
যারা পরিশ্রমী	তারা	উন্নতি করে

বিধেয়-এর সম্প্রসারণ

উদ্দেশ্য	সম্প্রসারণ	বিধেয়
ঘোড়া	অতি দ্রুত	দৌড়াতে পারে
রেবেকা	ভাল আমগুলো	খেয়ে ফেলেছে
তিনি	যে ভাবেই হোক	আজ আসবেন

আকাঙ্ক্ষা, আসত্তি, যোগ্যতা

বাক্যের তিনটি গুণ থাকা চাই। এগুলো হচ্ছে– আকাঙ্ক্ষা, আসত্তি ও যোগ্যতা।

আকাঙ্ক্ষা ঃ বক্তার উক্তির সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত শ্রোতার আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয় না। আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য নতুন নতুন পদের আগমন ঘটে। যেমন "বিপুল সাইকেলে চড়ে ..." ... এটুকু বললে বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণ বোঝা যায় না। কিন্তু 'চড়ে'-এর পরে যদি বলা হয় "স্কুলে যাচ্ছে"- তবে বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণ প্রকাশ পায়। পূর্ণাঙ্গ বাক্য আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি ঘটায়।

যোগ্যতা ঃ বাক্যের পদগুলির অর্থগত ভাবসঙ্গতি থাকতে হবে। পদগুলি এমন অর্থ প্রকাশ করবে না যাতে যুক্তি, সঙ্গতি ও বাস্তবতার অভাব আছে। যেমন– মানুষেরা মাটিতে সাঁতার কাটে– পদসমষ্টিতে বাক্যের যোগ্যতা নেই। অর্থাৎ এর বক্তব্য পাগলের প্রলাপ বা মুর্খের মত ও অবাস্তব। তাই এটি বাক্য নয়।

আসত্তি ঃ আসত্তি শব্দের অর্থ নৈকট্য। বাক্যের পদগুলি এমনভাবে সাজান থাকে যাতে পরাররের মধ্যে সম্পর্ক থাকে এবং ভাষার নিয়ম অনুযায়ী নৈকট্য থাকে। একটি বাক্য ধরা যাক– 'গতকাল কামাল ঢাকা থেকে ফিরে এসেছে' – এখানে ভাষার নিয়ম অনুযায়ী পদের ক্রম রক্ষিত হওয়াই এটি একটি সার্থক বাক্য। কিন্তু যদি বলা হয় – ঢাকা কামাল গতকাল এসেছে ফিরে" – তাহলে এটি সার্থক বাক্য হবে না। কারণ এখানে পদগুলির নৈকট্যের শৃঙ্খলা রক্ষিত হয়নি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নির্ধারিত স্থানে প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখুন

১। শব্দ ও পদের মধ্যে পার্থক্য কি?

উত্তর ---------- ।

২। উদ্দেশ্য কি?

উত্তর ---------- ।

৩। বিধেয় কি?

উত্তর ---------- ।

৪। আকাঙ্ক্ষা কি?

উত্তর ----------।

৫। আসত্তি কি?

উত্তর ----------।

৬। যোগ্যতা কি?

উত্তর ----------।

আপনার উত্তরগুলো বইয়ের সঙ্গে মিলিয়ে নিন।

পাঠ ২

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- বাক্য কত প্রকার তা লিখতে পারবেন।

গঠনগত দিক থেকে বিচার করলে আমরা তিন প্রকার বাক্য পাই। এগুলো হচ্ছে–

১। সরল বাক্য
২। মিশ্র বা জটিল বাক্য
৩। যৌগিক বাক্য

সরল বাক্য

যে বাক্যে একটিমাত্র উদ্দেশ্য ও একটি মাত্র বিধেয় থাকে তাকে সরল বাক্য বলে। যেমন সে পড়ে, ঘোড়ায় গাড়ি টানে, করিম প্রত্যহ বিদ্যালয়ে যায়। বাক্য তিনটিতে সে, ঘোড়ায়, করিম –উদ্দেশ্য এবং পড়ে, গাড়ি টানে, প্রত্যহ বিদ্যালয়ে যায় – বিধেয়।

সরল বাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয় প্রয়োজনবোধে সম্প্রসারিত হতে পারে।

মিশ্রবাক্য

কোন কোন বাক্যে উদ্দেশ্য ও বিধেয় অর্থাৎ কর্তা ও সমাপিকা ক্রিয়া ছাড়া এক বা একাধিক অপ্রধান খণ্ড বাক্য থাকতে পারে। এই অপ্রধান খণ্ডাংশ মূল বাক্যেরই অংশ। এ ধরনের বাক্যকে মিশ্রবাক্য বলে। যেমন– "সে আসিলে আমি যাইব", "হাত মুখ ধুইয়া খাইতে বসিবে।" এ বাক্যদুটিতে সে আসিলে এবং "হাত মুখ ধুইয়া" অপ্রধান ও খণ্ডাংশ মাত্র।

যৌগিক বাক্য

দুই অথবা দুই-এর বেশি সরল ও মিশ্র সংযোজক অব্যয় দিয়ে যুক্ত করলে তাকে যৌগিক বাক্য বলে। যেমন– তিনি বাজারে যাবেন ও চাকরকে সঙ্গে নেবেন। এখানে দুটি সরল বাক্য যৌগিক বাক্যে রূপান্তরিত হয়েছে।

ভাষার সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য এক শ্রেণীর বাক্যকে অন্য শ্রেণীর বাক্যে রূপান্তরের প্রয়োজন হতে পারে। তাই রূপান্ত রগুলো ভাল করে লক্ষ্য করুন।

সরল বাক্যের মিশ্রবাক্যে রূপান্তর

সরল বাক্যের একটি অংশকে খন্ডবাক্যে পরিণত করে তবে সে যে প্রভৃতি পদ ব্যবহার করে প্রধান বাক্যাংশের আশ্রিত বা সাপেক্ষ করে মিশ্রবাক্যে রূপান্তর করা যায়।

সরল – বিদ্বান হলেও তার অহঙ্কার নেই।

মিশ্র – যদিও তিনি বিদ্বান, তবুও তাঁর অহঙ্কার নেই।

সরল – ধনীরা প্রায়ই কৃপণ হয়।

জটিল – যাদের ধন আছে তারা প্রায়ই কৃপণ হয়।

১। সরল – ভাল ছেলেরা শিক্ষকের আদেশ পালন করে।
মিশ্র – যারা ভাল ছেলে তারা শিক্ষকের আদেশ পালন করে।

২। সরল – দরিদ্রকে অর্থ দাও।
মিশ্র – যে দরিদ্র তাকে অর্থ দাও।

৩। সরল – ধনীরা প্রায়ই কৃপণ হয়।
মিশ্র – যাদের ধন আছে তারা প্রায়ই কৃপণ হয়।

মিশ্রবাক্যকে সরল বাক্যে পরিবর্তন

মিশ্রবাক্যকে সরল বাক্যে পরিণত করতে হলে মিশ্রবাক্যের অপ্রধান খণ্ড বাক্যটিকে সংকুচিত করে একটি পদ বা বাক্যাংশে পরিণত করতে হয়। যেমন–

মিশ্র বাক্য – যাদের বুদ্ধি নেই তারাই এ কথা বিশ্বাস করবে।

সরল – বুদ্ধিহীনরাই একথা বিশ্বাস করবে।

মিশ্র – যিনি পরের উপকার করেন তিনি সবার শ্রদ্ধাভাজন।

সরল – পরোপকারী সবার শ্রদ্ধাভাজন।

মিশ্রবাক্য – যারা পরিশ্রম করে তারা জীবনে উন্নতি করে।

সরল – পরিশ্রমীরা জীবনে উন্নতি করে।

মিশ্রবাক্য – যাদের মেধা আছে তারা কাজটি পারবে।

সরল – মেধাবীরা কাজটি পারবে।

সরল বাক্যকে যৌগিক বাক্যে পরিবর্তন

সরল বাক্যকে যৌগিক বাক্যে পরিবর্তন করতে হলে সরল বাক্যের কোন অংশকে নিরপেক্ষ বাক্যে পরিবর্তন করতে হয় এবং সংযোজক অথবা বিয়োজক অব্যয়ের ব্যবহার করতে হয়। যেমন–

সরল – তিনি আমাকে টাকা দিয়ে বাড়ি যেতে বললেন।

যৌগিক – তিনি আমাকে টাকা দিলেন এবং বাড়ি যেতে বললেন।

সরল – আমি বহু কষ্টে শিক্ষালাভ করেছি।

যৌগিক – আমি বহু কষ্ট করেছি, ফলে শিক্ষালাভ করেছি।

সরল – অর্থের জন্য বইটি কিনতে পারিনি।

যৌগিক – অর্থ ছিল না তাই বইটি কিনতে পারিনি।

যৌগিক বাক্যকে সরল বাক্যে রূপান্তর করতে হলে ঃ

১. বাক্যসমূহের একটি সমাপিকা ক্রিয়াকে অপরিবর্তিত রাখতে হয়।

২. অন্যান্য সমাপিকা ক্রিয়াকে অসমাপিকা ক্রিয়ায় পরিণত করতে হয়।

৩. অব্যয় পদ বর্জন করতে হয়।

যৌগিক বাক্য – সত্য কথা বলিনি, তাই বিপদে পড়েছি।

সরল বাক্য – সত্য কথা না বলে বিপদে পড়েছি।

যৌগিক বাক্য – বাংলাদেশ একটি দেশ এবং এদেশই আমার জন্মভূমি।

সরল বাক্য – আমার জন্মভূমি বাংলাদেশ।

যৌগিক বাক্য – চারখানা ডিঙি খুলে দিয়েছে এবং এদিকে আসছে।

সরল বাক্য – চারখানা ডিঙি খুলে দিয়েই এদিকে আসছে।

যৌগিক বাক্যকে মিশ্রবাক্যে পরিবর্তন করতে হলে–

যৌগিক বাক্যের অন্তর্গত পরারর নিরপেক্ষ বাক্যদুটির প্রথমটির পূর্বে যদি 'যদিও' এবং দ্বিতীয়টির পূর্বে তাহলে, তা, তাহা হইলে, তথাপি অব্যয়গুলো ব্যবহার করতে হয়। যেমন–

যৌগিক বাক্য – দোষ স্বীকার কর, তোমাকে কোন শাস্তি দিব না।

মিশ্র বাক্য – দোষ স্বীকার কর তাহলে তোমাকে কোন শাস্তি দিব না।

যৌগিক বাক্য – তিনি দরিদ্র কিন্তু অত্যন্ত সৎ

মিশ্র বাক্য – তিনি দরিদ্র তথাপি অত্যন্ত সৎ

যৌগিক বাক্য – এ গ্রামে একটি দরগা আছে, সেটি পাঠানযুগে নির্মিত হয়েছে।

মিশ্র বাক্য – এ গ্রামে যে দরগা আছে, সেটি পাঠান যুগে নির্মিত হয়েছে।

মিশ্রবাক্যকে যৌগিক বাক্যে রূপান্তর

মিশ্রবাক্যকে যৌগিক বাক্যে পরিবর্তন করতে হলে খণ্ড বাক্যগুলি এক একটি স্বাধীন বাক্যে পরিবর্তন করে তাদের মধ্যে সংযোজক অব্যয় ববহার করতে হয়।

মিশ্রবাক্য – যদি সে কাল আসে, তাহলে আমি যাব

যৌগিকবাক্য – সে কাল আসবে এবং আমি যাব

মিশ্রবাক্য – যদিও তার টাকা আছে, তথাপি তিনি দান করেন না।

যৌগিক বাক্য – তাঁর টাকা আছে কিন্তু তিনি দান করেন না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১. গঠনগত দিক থেকে বাক্যকে কয় ভাগে বাগ করা যায়? তাদের নাম লিখুন।

২. সরল বাক্য, মিশ্র বাক্য ও যৌগিক বাক্যের বৈশিষ্ট্যগুলো লিখুন।

৩. সরল, মিশ্র ও যৌগিক বাক্যের একটি করে উদাহরণ লিখুন।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

১. বাক্য বলতে কি বোঝায়? একটি সার্থক বাক্যের কি কি গুণ থাকা আবশ্যক?

২. উদাহরণসহ সংজ্ঞার্থ লিখুন।

মিশ্র বাক্য, সরল বাক্য, যৌগিক বাক্য

৩. আকাঙ্ক্ষা, আসত্তি, যোগ্যতা বলতে কি বোঝায়? বুঝিয়ে লিখুন।